Suggestion Part

Bangla

রচনা / কবিতার উৎস

গদ্য / রচনা

ক্রমিক	রচনার নাম	রচনার উৎস
১.	বিড়াল	এ গল্পটি 'কমলাকান্তের দপ্তর' নামক প্রবন্ধগ্রন্থ হতে সংকলিত হয়েছে।
২.	অপরিচিতা	এ গল্পটি ১৩২১ বঙ্গাব্দে "সবুজপত্র" পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে "গল্পগুচ্ছ" ৩য় খন্ডে সংকলিত হয়।
৩.	চাষার দুক্ষু	এ প্রবন্ধটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত "রোকেয়া রচনাবলি" হতে সংকলিত হয়েছে।
৪.	আহ্বান	এ গল্পটি "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলি" হতে সংকলিত হয়েছে।
৫.	আমার পথ	এ প্রবন্ধটি "রুদ্রমঙ্গল" প্রবন্ধগ্রন্থ হতে সংকলিত হয়েছে।
৬.	জীবন ও বৃক্ষ	এ প্রবন্ধটি "সংস্কৃতি কথা" প্রবন্ধগ্রন্থ হতে সংকলিত হয়েছে।
৭.	মাসি-পিসি	এ গল্পটি ১৩৫২ বঙ্গাব্দে 'পূর্বাশা' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পাঠ্যাংশটুকু সংকলিত হয়েছে 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত 'মানিক রচনাবলি' থেকে।
৮.	বায়ান্নর দিনগুলো	এ জীবনী অংশটুকু "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থ হতে সংকলিত হয়েছে।
৯.	জাদুঘরে কেন যাবো আনিসুজ্জামান	এ প্রবন্ধটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শামসুল হোসাইনের সম্পাদনায় ২০০৩ সালে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা 'ঐতিহ্যায়ন' হতে সংকলিত হয়েছে।
১০.	রেইনকোট	এই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। পাঠ্যাংশটুকু সংকলিত হয়েছে "আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র - ১" থেকে।
১১.	মহাজাগতিক কিউরেটর	এ গল্পটি "জলজ" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। পাঠ্যাংশটুকু সংকলিত হয়েছে ২০০২ সালে প্রকাশিত মুহম্মদ জাফর ইকবালের "সায়েন্স ফিকশন সমগ্র" (৩য় খন্ড) থেকে।
১২.	নেকলেস	ফরাসি ভাষায় "La parure" নামক এ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে ফরাসি পত্রিকা "La Gaulois"- এ।

পদ্য / রচনা

ক্রমিক	কবিতার নাম	কবিতার উৎস
১২.	বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	এ কবিতাটি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ৬ষ্ঠ উপসর্গ 'বধো' থেকে সংকলিত হয়েছে।
১৩.	ঐকতান	এ কবিতাটি ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
১৪.	সাম্যবাদী	এ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। পাঠ্যাংশটুকু সংকলিত হয়েছে আব্দুল কাদির সম্পাদিত বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত "নজরুল রচনাবলি" থেকে।
১৫.	তাহারেই পড়ে মনে	এ কবিতাটি ১৯৩৫ সালে "মাসিক মোহাম্মদী" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
১৬.	সেই অস্ত্র	এ কবিতাটি "বিদীর্ণ দর্পণে মুখ" কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
১৭.	আঠারো বছর বয়স	এ কবিতাটি "ছায়াপত্র" (১৯৪৮) নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ছাড়পত্র
১৮.	ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	এ কবিতাটি শামসুর রহমানের "নিজ বাসভূমে" নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
১৯.	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	এ কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা।
২০.	নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	এ কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্যনাটক "নূরলদীনের সারাজীবন" শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে সংকলিত হয়েছে।
২১.	লোক-লোকান্তর	এ কবিতাটি আল মাহমুদের "লোক-লোকান্তর" কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা।
২২.	রক্তে আমার অনাদি অস্থি	এ কবিতাটি দিলওয়ারের "রক্তে আমার অনাদি অস্থি" কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা।

মূলবাণী / মর্মবাণী / উপজীব্য বিষয়

গদ্য / রচনা

ক্রমিক	রচনার নাম	রচনার মূলবিষয়
১.	বিড়াল	হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী আলোচনার মাধ্যমে সমাজের নিগূঢ় বিষয় উপস্থাপন
২.	অপরিচিতা	যৌতুক প্রথা বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ
৩.	চাষার দুক্ষু	কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তি
৪.	আহ্বান	উদার মানবিকতা
৫.	আমার পথ	সত্যকে ধারণ করা

৬.	জীবন ও বৃক্ষ	জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা
৭.	মাসি-পিসি	পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নারী
৮.	বায়ান্নর দিনগুলো	ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট
৯.	জাদুঘরে কেন যাব	প্রামাণিক জ্ঞান অর্জন
১০.	রেইনকোট	মুক্তিযুদ্ধ ও পাকবাহিনীর দখলদারিত্ব
১১.	মহাজাগতিক কিউরেটর	মানুষের বিধ্বংসী রূপ
১২.	নেকলেস	ভাগ্যের বিড়ম্বনা

পদ্য / রচনা

ক্রমিক	কবিতার নাম	কবিতার মূলবিষয়
১.	বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা
২.	ঐকতান	কবির আত্মসমালোচনা ও অপূর্ণতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি
৩.	সাম্যবাদী	মানুষে মানুষে সমতা বিধান
৪.	এই প্রথিবীতে এক স্থান আছে	বাংলার ভূ-প্রকৃতির এক অনুপম সৌন্দর্য বর্ণনা
৫.	তাহারেই পড়ে মনে	বিষাদময় রিক্ততার সুর
৬.	সেই অস্ত্র	যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভালোবাসা
৭.	আঠারো বছর বয়স	বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্য
৮.	ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	দেশপ্রেম
৯.	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস
১০.	নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব
১১.	লোক-লোকন্তর	কবির আত্মপরিচয়মূলক বর্ণনা / সৃষ্টির আনন্দ
১২.	রক্তে আমার অনাদি অস্থি	সাগরদুহিতা ও নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা এবং কবির নিজস্ব প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতির ঘোষণা / জাতিস্বত্তার শোণিত অস্থি ধারণ করা

উপন্যাস / নাটক

ক্রমিক	উপন্যাসের নাম / নাটকের নাম	উপন্যাসের / নাটকের মূলবিষয়
১.	লালসালু	ধর্মীয় গোলামী / ধর্ম ব্যবসা কেন্দ্রিক ভন্ডামি / ধর্মকে ব্যবহার করে সাধারন মানুষকে ধোঁকা দেয়া
২.	সিরাজউদদৌলা	স্বদেশপ্রেম / মাতৃভূমিকে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা

বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ / শাখা - কাব্য।
- সাহিত্য শব্দটি - সংস্কৃত শব্দ।
- সাহিত্য শব্দটির অর্থ - সহিতের ভাব মিলন, যোগ।
- বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয় - বৌদ্ধদের হাতে।

বাংলা সাহিত্য যুগঃ

১. প্রাচীন যুগ বা আদি যুগ (৬৫০ -১২০০ খ্রীঃ)
২. মধ্যযুগ (১২০১- ১৮০০ খ্রীঃ)
৩. আধুনিক যুগ (১৮০১ - বর্তমান)

- ১২০১ - ১৩৫০ সাল - অন্ধকার যুগ। অন্ধকার যুগকে সন্ধিযুগও বলা হয়।
- (১৯০১ - ১৯৪০) - রবীন্দ্র যুগ।
- যুগসন্ধিক্ষণ যুগের কবি - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি - ছড়া।
- মধ্যযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য - ধর্মনির্ভর।
- আধুনিক যুগের প্রধার বৈশিষ্ট্য - মানবতা।

◆ **চর্যাপদ**

- বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন / প্রাচীনতম নিদর্শন / ঈশ্বথম গ্রন্থ।
- চর্যা শব্দের অর্থ - আচরণ।
- এটি গানের সংকলন।
- এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- বিষয় বস্তুঃ- বৌদ্ধ ধর্মের সাধনভজনের তত্ত্ব প্রকাশ।
- ভাষাঃ- আলো আঁধারি ভাষা বা সান্ধ্যভাষা।
- চর্যাপদ - সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য।
- আবিষ্কারকঃ- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; নেপালের রাজদরবারের রয়েল লাইব্রেরী থেকে আবিষ্কার করেন।
- আবিষ্কৃত হয় - ১৯০৭ সালে।
- প্রকাশিত হয় - ১৯১৬ সালে (আবিষ্কারের ৯ বছর পরে)।
- চর্যাপদের ভাষাকে বাংলায় প্রতিপন্ন করেন - ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার মতে চর্যাপদের রচনাকাল - ৬৫০ সালে।

চর্যাপদের মোট পদ সংখ্যা বা গান সংখ্যা এবং লেখক গণ ঃ

- চর্যাপদের মোট পদ সংখ্যা বা গান পাওয়া গেছে - ৪৬ টি, মতান্তরে - সাড়ে ৪৬ টি।
- চর্যাপদের মোট লেখক - ২৩ জন (শহীদুল্লার মতে) / ২৪ জন (সুকুমার সেনের মতে)।
- চর্যাপদের প্রথম পদটির রচয়িতা - লুইপা (বাংলা সাহিত্যের আদি / প্রাচীন কবি)।
- চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন - কাহ্নপা।
- কাহ্নপা মোট পদ রচনা করেন - ১৩ টি।
- চর্যাপদের বাঙালি রচয়িতা - শবরপা।
- চর্যাপদ রচনা শুরু হয় - পাল বংশের আমলে।

◆ **মধ্যযুগ ঃ**

- মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন / প্রথম কাব্য - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্য গ্রন্থ - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- এর প্রকৃত নাম ছিল - শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

- আবিষ্কারক বসন্ত রঞ্জন রায়, তিনি ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়াল ঘর হতে আবিষ্কার করেন।
- আবিষ্কৃত হয় - ১৯০৯ সালে।
- প্রকাশিত হয় - ১৯১৬ সালে।
- রচয়িতা - বড়ু চণ্ডীদাস (প্রকৃত নাম অনন্ত বড়ু)।
- মধ্যযুগের প্রথম কবি - বড়ু চণ্ডীদাস।
- মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (কবি কঙ্কন / দুঃখ বর্ণনার কবি)।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি / প্রাচীনতম কবি / রোমান্টিক কবি - শাহ মুহম্মদ সগীর (প্রথম কাব্য গ্রন্থ - ইউছুফ জোলেখা)।
- মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি - শেখ ফয়জুল্লাহ।
- মধ্যযুগের শেষ কবি - ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর (গুনাকর তার উপাধি)।
- আঠারো শতকের বাংলা ভাষার কবিয়াল - এন্টনি ফিরিঙ্গি।
- বৈষ্ণব কবি ও পদসঙ্গীত ধারার রূপকার - বিদ্যাপতি।
- বাংলা কাব্যের সূচনা হয় - মধ্যযুগে।
- বাল্মীকি রচিত রামায়ন এর প্রথম অনুবাদক - কৃত্তিবাস ওঝা
- প্রথম মহিলা অনুবাদক - চন্দ্রবতী।

◆ **আধুনিক যুগ ঃ**

- বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে - উনিশ শতকে।
- আধুনিক যুগের নিদর্শন - বাংলা গদ্য।
- বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ / প্রবর্তক - উইলিয়াম কেরি।
- বাংলা গদ্যের / সাধু রীতির জনক - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- বাংলা গদ্য ছন্দ প্রচলন করেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বাংলা গদ্য লেখার সূচনা হয় - ইংরেজদের হাতে।
- বাংলা চলিত রীতির জনক - প্রমথ চৌধুরী।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস - আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)।
- আলালের ঘরের দুলাল রচয়িতা - টেকচাঁদ ঠাকুর (সাহিত্যিক ছদ্মনাম), তার আসল নাম প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস রচয়িতা।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস - দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)। রচয়িতা - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রথম সার্থক উপন্যাস রচয়িতা।
- ছোট গল্পের প্রবর্তক - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা উপন্যাসিক - স্বর্ণকুমারী দেবী।
- বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবক্তা - মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- গীতিকাব্যের মূল সুর - প্রকৃতি ও নারী প্রেম।
- কথা সাহিত্য বলতে বুঝায় - ছোট গল্প ও উপন্যাস।

◆ **নাটক ঃ**

- নাটক একটি দৃশ্য কাব্য।
- সমাজের ত্রুটি নির্দেশক ব্যঙ্গাত্মক নাটক - প্রহসন।
- বাংলা নাটকে বর্ণনাত্মক রীতির সার্থ প্রয়োগ ঘটান - সেলিম আল দীন।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক (অনুবাদকৃত) - ভদ্রার্জুন (১৮৫২)। রচয়িতা - তারাচরণ শিকদার।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটক - কুলীনকুল সর্বস্ব। রচয়িতা - রামনারায়ণ তর্করত্ন (তর্করত্ন উপাধি)।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক নাটক - শর্মিষ্ঠা। রচয়িতা - মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডী নাটক / বিয়োগান্তক নাটক - কীর্তিবিলাস (১৮৫২)। রচয়িতা - যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডী নাটক / বিয়োগান্তক নাটক - কৃষ্ণকুমারী। রচয়িতা - মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডি নাটক - পদ্মাবতী। রচয়িতা - মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা নাটকের পথিকৃৎ - মাইকের মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা সাহিত্যের সর্ব প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মেঘনাদবধ রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- পাঠ্য পুস্তকের বাইরে সর্ব প্রথম বাংলা গদ্য রীতির ব্যবহার করেন - রাজা রামমোহন রায়।

বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

নাম	ছদ্মনাম
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভানু সিংহ
আবুল ফজল	শমসের উল আজাদ
ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর	কস্যাচিৎ উপযুক্ত ভাইপো
কাজেম আল কোরেশী	কায়কোবাদ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	নীহারিকা দেবী
কাজী নজরুল ইসলাম	ধুমকেতু
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্ত
মীর মোশাররফ হোসেন	গাজী মিয়া
জসীম উদ্দিন	জমীর উদ্দিন মোল্লা
প্রবোধ কুমার	মানিক বন্দোপাধ্যায়
প্রমথ চৌধুরী	বীরবল
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অনিলা দেবী
প্যারীচাঁদ মিত্র	টেকচাঁদ ঠাকুর
মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ	জহির রায়হান
শেখ আজিজুর রহমান	শওকত ওসমান
আবু নাঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	শহীদুল্লাহ কায়সার

বাংলা ভাষা সাহিত্যিকদের উপাধি

নাম	উপাধি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি / নাইট
কাজী নজরুল ইসলাম	বিদ্রোহী কবি
মধুসূদন দত্ত	মাইকেল
জীবনান্দ দাশ	রুপসী বাংলার কবি; তিমির হননের কবি; নির্জনতা ও ধূসরতার কবি
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য সম্রাট; বাংলার ওয়াল্টার স্কট
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	গদ্যের জনক / বিদ্যাসাগর
লালন সাহ	বাউল কবি
অমিয় চক্রবর্তী	বিশ্ব নাগরিক কবি
জসীম উদ্দিন	পল্লি কবি
শামসুর রহমান	নগর কবি / আধুনিক কবি
সুফিয়া কামাল	জননী সহসিকা; নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ
বেগম রোকেয়া	মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত
সুকান্ত ভট্টাচার্য	কিশোর কবি
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	ভাষা বিজ্ঞানী
গোলাম মোস্তফা	কাব্যসুধাকর
ভারতচন্দ্র	রায় গুনাকার
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	যুগসন্ধিক্ষণের কবি
ফররুখ আহমদ	মুসলিম রেনেসাঁর কবি
মুকুন্দরাম দাস	চারণ কবি
রামনারায়ন	তর্করত্ন
বিহারীলাল চক্রবর্তী	ভোরের পাখি
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ছন্দের জাদুকর
আব্দুল করিম	সাহিত্য বিশারদ
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	কবি কঙ্কন
গোলাম মোস্তফা	কাব্যসুধাকর
হেমচন্দ্র	বাংলার মিল্টন
আল মাহমুদ	মায়াবী পর্দার কবি
রাজা রামমোহন রায়	ভারত পথিক

সাহিত্যিকগণ যে রচনা যাকে উৎসর্গ করেছেন

রচনা গ্রন্থের নাম	প্রকৃতি	রচয়িতা	যাকে উৎসর্গ করেছেন
সঞ্চিতা	কাব্যগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।
অগ্নি-বীণা	কাব্যগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম	বারীন ঘোষকে

ছায়নট	কাব্যগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম	বন্ধু মুজাফফর আহমেদকে
বসন্ত কুমারী	নাটক	মীর মোশাররফ হোসেন	নবাব আব্দুল লতিফকে উৎসর্গ করেন।
বসন্ত	নাটক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন।
কালের যাত্রা	নাটক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন।
তাসের দেশ	নাটক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন।
চার অধ্যায়	উপন্যাস	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কারাগারে বন্দিদেরকে উৎসর্গ করেন।
নারীর মূল্য	প্রবন্ধ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দিদি অনীলা দেবীর নামে প্রকাশ করেন।

পত্র-পত্রিকা

পত্রিকার নাম	সম্পাদক
বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০)	জেমস অগাস্টার হিকি
দিগদর্শন (১৮১৮)	জনক্লার্ক মার্শম্যান
সমাচার দর্পণ (১৮১৮)	জশুয়া মার্শম্যান
বাঙ্গাল গেজেট (১৮১৮)	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
সবুজপত্র (১৯১৪)	প্রমথ চৌধুরী
মোসলেম ভারত (১৯২০)	মোস্মেল হক
ধুমকেতু (১৯২২)	কাজী নজরুল ইসলাম,
কল্লোল (১৯২৩)	দীনেশ রঞ্জন দাস
লাঙ্গল (১৯২৫)	কাজী নজরুল ইসলাম
শিখা	কাজী মোতাহার হোসেন

বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস

ঔপন্যাসিক	উপন্যাস
প্যারীচাঁদ মিত্র	আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৭)
অদ্বৈত মল্লবর্মণ	তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৫৬)
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), কপালকুন্ডলা (১৮৬৬), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), আনন্দমঠ (১৮৮২)
আলালউদ্দিন আল আজাদ	তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০)
আবু ইসহাক	সূর্য-দীঘল বাড়ী (১৯৫৫)
আবু জাফর শামসুদ্দিন	পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪)
আনোয়ার পাশা	রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭), খোয়াবনামা (১৯৯৬)
আবুল ফজল	চৌচির (১৯৩৪), রাঙা প্রভাত (১৯৫৭)
ইমদাদুল হক মিলন	রূপনগর, নদী উপাখ্যান
জসীমউদ্দীন	বোবাকাহিনী (১৯৬৪)
জীবনান্দ দাশ	মাল্যবান (১৯৭৩), সতীর্থ (১৯৭৪)
জহির রায়হান	হাজার বছর ধরে (১৩৭১), আরেক ফাল্গুন (১৩৭৫), বরফ গলা নদী (১৩৭৫)
তারা শঙ্কর বন্দোপাধ্যায়	কবি (১৯৪২), হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)
বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়	পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩১), আরণ্যক (১৯৩৮)
বুদ্ধদেব বসু	সাড়া (১৯৩০), তিথিডোর (১৯৪৯), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১)
মানিক বন্দোপাধ্যায়	জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬)
মীর মশাররফ হোসেন	বিষাদ-সিন্ধু (১৮৮৫-১৮৯১)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), চার অধ্যায় (১৯৩৪), চতুরঙ্গ (১৯১৬), শেষের কবিতা (১৯২৯)
রোকয়া সাখাওয়াত	পদ্মরাগ (১৯২৪)
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬), দেনাপাওনা (১৯২৩), শ্রীকান্ত (১৯১৭-১৯৩৩), পল্লীসমাজ (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০), পথের দাবী (১৯২৬), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১)
শওকত ওসমান	জননী (১৯৫৮), ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১), দুই সৈনিক (১৯৭৩), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩)
শহীদুল্লাহ কায়সার	সারেং বৌ (১৯৬২), সংশপ্তক (১৯৬৫)
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৮৬), নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি (১৯৮৭)
হুমায়ুন আহমেদ	নন্দিত নরকে (১৯৭২), জোছনা ও জননীর গল্প, শঙ্খনীল কারাগার, আগুনের পরশমণি (১৯৯৪)
হুমায়ুন কবির	নদী ও নারী (১৯৪৫)

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধকার ও প্রবন্ধ

প্রবন্ধকার	উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সভ্যতার সংকটা, সাহিত্যের স্বরূপ, পঞ্চভূত, কালান্তর
কাজী নজরুল ইসলাম	রাজবন্দীর জবানবন্দী
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	তরুণের বিদ্রোহ, স্বদেশ ও সাহিত্য
জীবনান্দ দাশ	কবিতার কথা
বেগম রোকেয়া	মতিচূর, অবরোধবাসিনী
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	সংস্কৃতির ভাঙা সেতু
মীর মোশাররফ	গোজীবন
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্তের দপ্তর, সাম্য, বিবিধ প্রবন্ধ, ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন
প্রমথ চৌধুরী	বীরবলের হালখাতা, তেল নুন লকড়ী, রায়তের কথা, নান কথা
মোতাহের হোসেন চৌধুরী	সংস্কৃতির কথা

মহাকাব্য

রচয়িতা	মহাকাব্য
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	মেঘনাদবধকাব্য (১৮৬১)
কায়কোবাদ	মহাশ্মশান (১৯০৪)
হামিদ আলী	কাসেমবধ কাব্য (১৯০৪)
যোগীন্দ্রনাথ বসু	পৃথ্বীরাজ (১৯১৫), শিবাজী (১৯২১)

বিখ্যাত মহাকব্য

রচয়িতা	মহাকাব্য
বাল্মীকি	রামায়ণ
ব্যাসবেদ / বেদব্যাস	মহাভারত
মিল্টন	প্যারাডাইস লস্ট
হোমার	ইলিয়াড, ওডিসি
ফেরদৌসী	শাহনামা

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা

বাগধারা	অর্থ
ঢাকের কাঠি	মোসাহেব / তোষামুদে
গাছপাথর	হিসাব-নিকাশ
হাত-ভারি	কৃপণ
রামগরুড়ের ছানা	গোমড়ামুখো লোক
নিরানব্বইয়ের ধাক্কা	সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি
চাঁদের হাট	প্রিয়জন সমাগম
বিরাগী	উদাসীন
ঠোঁট-কাটা	স্পষ্টভাষী
ব্যাঙের সর্দি	অসম্ভব ঘটনা

ভূষন্ডির কাক	দীর্ঘায়ু ব্যক্তি
একাদশে বৃহঃস্পতি	সৌভাগ্যের বিষয়
রাবণের চিতা	চির অশান্তি
গোঁফ-খেজুরে	নিতান্ত অলস
অর্ধচন্দ্র	গলা ধাক্কা দেওয়া
বিড়ালের আড়াই পা	বেহায়াপনা
মণিকাঞ্চন যোগ	সোনায় সোহাগা
ধোপদুরস্ত	পরিপাটি
বুদ্ধির ঢেঁকি	বোকা
গোবর গণেশ	মূর্খ
অন্ধকার দেখা	হতবুদ্ধি
আকাশ ভেঙ্গে পড়া	হঠাৎ বিপদে দেখা
ঘটিরাম	অপদার্থ
গড্ডলিকা প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ
বাঘের মাসি.	আরাম প্রিয় ব্যক্তি
হাত জোড়া থাকা	কর্মব্যস্ত থাকা
খোদার খাসি	ভাবনাচিন্তাহীন
দুধের মাছি	সুসময়ের বন্ধু
ফপর দালালি	কান্ডজ্ঞানহীন
কুল কাঠের আগুন	তীব্র জ্বালা
বর্ণচোরা	কপটচারী
শকুনি মামা	কুচক্রি লোক
আটকপালে	হতভাগ্য
রুই কাতলা	ক্ষমতাশলী ব্যক্তি
ধর্মের ষাঁড়	যথেচ্ছাচারী
একচোখা	পক্ষপাতদুষ্ট
তামার বিষ	অর্থের কুপ্রভাব
চক্ষুদান	চুরি
তাল পাতার সেপাই	অতিশয় দূর্বল
সাপে নেউলে	শত্রুতা
সাপের পাঁচ পা দেখা	দর্প
আদিখ্যেতা	ন্যাকামি
আমড়া গাছের ঢেঁকি	অপদার্থ
হাতের পাঁচ	শেষ সম্বল
কচুবনের কালাচাঁদ	অপদার্থ
ঢাকের বায়া	মূল্যহীন বস্তু
উনপাঁজুরে	হতভাগা
ঝাঁকের কৈ	একই স্বভাবের লোক
নেই আঁকড়া	একগুঁয়ে
লেজে খেলানো	বশীভূত করে রাখা
গৌরচন্দ্রিকা	ভূমিকা
ব্যাঙের আধুলি	সামান্য সম্পদ
চোখের বালি	শত্রু
কেতা দুরস্ত	পরিপাটি
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী
অরণ্যে রোদন	বৃথা চেষ্টা
জগদ্দল পাথর	গুরুভার
কংস মামা	নির্মম আত্মীয়
দহরম মহরম	অহিনকুল
সাক্ষী গোপাল	নিষ্ক্রিয় দর্শক
কৈ মাছের প্রাণ	দীর্ঘজীবী
বিড়াল তপস্বী	ভন্ড সাধু

আক্কেল সেলামী	নির্বুদ্ধিতার দন্ড
উরনচন্ডী	অমিতব্যয়ী
আকাশ কুসুম	অবাস্তব কল্পনা
নদের চাঁদ	অহমিকাপূর্ণ নির্গুণ ব্যক্তি
কাষ্ঠহাসি	শুকনো হাসি
শিরে সংক্রান্তি	আসন্ন বিপদ
বকধার্মিক	ভন্ড
অগস্ত্য যাত্রা	শেষ বিদায়
ইঁদুর কপালে	একাদশে বৃহঃস্পতি
মাছের মা	নিষ্ঠুর
ভিজা বিড়াল	কপট
পাথরের পাঁচ কিল	সুখের সময়
উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামী
লেফাফা দুরস্ত	বাইরের ঠাঁট বজায় রাখা
ঘাটের মরা	অতি বৃদ্ধ
রাশভারি	গম্ভির প্রকৃতির
কালকূট	তীব্র বিষ
আস্তাকুঁড়ের পাতা	হেয় ব্যক্তি
লক্ষ্মীর বরযাত্রী	সুসময়ের বন্ধু
রজ্জুতে সর্পজ্ঞান	বিভ্রম
অজগর বৃত্তি	আলসেমি
অঞ্চল প্রভাব	স্ত্রীর প্রভাব
রাজযোটক	চমৎকার মিল
অকট-বিকট	ছটফটানি
কেবলা হাকিম	অনভিজ্ঞ
বিদুরের খুদ	শ্রদ্ধার সামান্য উপহার
কেতাদুরস্ত	পরিপাটি
ঘোড়ারোগ	সাধ্যাতীত বাসনা
তাল ঠোকা	সগর্ব উক্তি
কূপমন্ডুক	কুয়োর ব্যাঙ
দোহাই মানা	নজির দেখানো
আমড়াগাছি করা	তোষামোদ করা
আগড়ম বাগড়ম	অর্থহীন কথা
অদৃষ্টের পরিহাস	অনিষ্ট করতে গিয়ে ভালো করা
গদাই লস্করি চাল	দীর্ঘসূত্রতা
অন্তর টিপুণী	গোপন কথা

গুরুত্বপূর্ণ সমার্থক শব্দ

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
সূর্য	অরুণ, আদিত্য, আফতাব, প্রভাকর, বিভাকর, দিনকর, দিনমণি, দিননাথ, দিবাকর, দিবাবসু, বিভাবসু, ভানু, ভাস্কর, তপন, রবি, মার্তণ্ড, অর্ক, সবিতা, মিহির, অংশুমালী, ময়ূখমালী, বালার্ক, হরিদশ, অর্ঘমা, পুষা, বিবস্বান, দিনেশ, কিরণমালী, সুর।
আগুন	অগ্নি, বহ্নি, পাবক, অনল, শিখা, কৃশানু, বিভাবসু, হুতাশন, বৈশ্বানর, দহন, সর্বভুক, সর্বশুচি, আতশ, বায়ুসখা, বীতিহোত্র, হুতভুক।
আকাশ	অনন্ত, অম্বর, অম্বরতল, অন্তরীক্ষ, অভ্য, আসমান, গগন, খলোক, নভঃ, নিলীমা, ব্যোম, দ্যুলোক, শূন্য, নভ, নভোলোক।
চাঁদ	চন্দ্র, বিধু, ইন্দু, শশী, শশাঙ্ক, শশধর, সুধাকর, শীতাকর, হিমকর, নিশাকর, নিশাপতি, কলাধর, কলানিধি, কলাভৃৎ, সোম, হিমাংশু, মৃগাঙ্ক, রজনীকান্ত, চন্দ্রিমা, দ্বিজেন্দ্র, সুধাংশু, শীতাংশু।
জল	অম্বু, অপ্, উদক, সলিল, বারি, নীর, তোয়, পানি, পয়, অম্ভ।

নদী	তটিনী, প্রবাহিনী, গিরি নিঃস্রাব, কূলবতী, কলস্বিনী, গাঙ, নির্ঝরিণী, সরিৎ, স্রোতস্বিনী, স্রোতস্বতী, তরঙ্গিণী, শৈবলিনী, পয়স্বিনী।
পৃথিবী	অদিতি, অবনী (অবনি), মেদিনী, ক্ষিতি, ক্ষিতিতল, ভূতল, ধরণী, ধরিত্রী, বসুধা, বসুন্ধরা, বসুমতী, উর্বী, অখিল, পৃথ্বী, মহী, ধরা, মর্ত্যলোক, ব্রহ্মান্ড।
পাখি	বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, খগ, খেচর, পক্ষী, দ্বিজ, গরুড়, চিড়িয়া।
পর্বত	অচল, অদ্রি, পাহাড়, ভূধর, মহীধর, ক্ষিতিধর, মেদিনীধর, মহীধ্র, গিরি, নগ, শৈল, শৃঙ্গী, শৃঙ্গধর, ভূর্ভৎ, শিখরী, জীমূত, পৃথ্বীধর।
বায়ু	পবন, সমীর, সমীরণ, বাত, প্রভঞ্জন, অনিল, হাওয়া, বাতাস, মরুৎ, মরুত, জগতাষু।
রাত্রি	রাত, নিশা, নিশি, নিশীথ, নিশীথিনী, অমানিশা, শর্বরী, বিভাবরী, ক্ষণদা, রজনী, যামিনী, ত্রিযামা।
মেঘ	অম্বুদ, অভ্র, কাদম্বিনী (মেঘমালা), জীমূত, তোয়ধর, নীরদ, পর্জন্য, বারিদ, তোয়দ, পয়োদ, জলদ, জলধর, পয়োধর, নীরধর, বলাহক, ঘন, অম্বুধর।
সমুদ্র	সাগর, রত্নাকর, বারিধি, বারিনিধি, বারিধর, বারীশ, বারীন্দ্র, উদধি, পয়োধি, পয়োনিধি, জলধি, জলধর, জলনিধি, তোয়াধি, তোয়ানিধি, অম্বুধি, অম্বুনিধি, পাথার, পারাবার, সিন্ধু, অর্ণব, নীলাম্বু, মকরালয়, নদীকান্ত।
বিদ্যুৎ	অণুপ্রভা, ক্ষণপ্রভা, চপলা, চঞ্চলা, দামিনী, সৌদামিনী, বিজলি (বিজলী), শম্পা, তড়িৎ, নীলাঞ্জনা।
অন্ধকার	আঁধার, আঁধিয়ার, অমা, অমানিশা, অমানিশি, অমানিশীথ, তিরি, তমস, তমসা, তমিস্র, তমিস্রা, শর্বর।
কিরণ	কর, প্রভা, দীপ্তি, জ্যোতি, অংশু, রশ্মি, বিভা, ময়ূখ।
জ্যোৎস্না	কৌমুদী, পুর্ণেন্দু, শশিকর, চন্দ্রকর, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রসুধা, চন্দ্রলোক, চন্দ্রিকা, চন্দ্রিমা, চাঁদনী, চন্দ্রাংশু, কেররী।
নারী	বনিতা, কান্তা, রমণী, মহিলা, অঙ্গনা, বামা, সীমন্তিনী, ভামিনী, স্ত্রীজাতি, পত্নী, রামা, ললনা, কামিনী, অবলা, শর্বরী, অসুর্যম্পর্শা।
স্ত্রী	কলত্র, দার, ভার্যা, পত্নী, বনিতা, অর্ধাঙ্গিনী।
গৃহ	আলয়, নিলয়, আবাস, আগার, ভবন, কুলয়, সদন, নিকেতন, ধাম, বাটী, নিকেত।
কন্যা	আত্মজা, দুহিতা, নন্দিনী, তনয়া, সুতা, মেয়ে, দুলালী, আত্মসম্ভবা, পুত্রী।
ভ্রমর	অলি, মধুকর, মধুপ, মধুলেহ, মধুলেহী, মৌমাছি, মধুমক্ষিকা, মধুলিট্, মধুভৃৎ, ভোমরা, ষট্পদ, ভৃঙ্গ, শিলীমুখ, দ্বিরেফ।
বৃক্ষ	তরু, মহঅরুঞ, দ্রুম, শিখরী, বিটপী, পাদপ, পল্লবী, পত্রী, তরুরাজ।
সাপ	অহি, কাকোদর, ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, ফণী, ফণাধর, ফণাবান, ফণাভৃৎ, সর্প, উরগ, নাগ, পন্নগ, বিষদর, আশীবিষ, বায়ুভুক, হরি।
কোকিল	অন্যপুষ্ট, পরপুষ্ট, কাকপুষ্ট, কলকণ্ঠ, বসন্তদূত, পিক, পরভৃত, বসন্তী।
ঘোড়া	অশ্ব, বাজী, তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, ঘোটক, ঘোটকী, হয়, হ্রেষা, রড়বা, হ্রেষী।

এক কথায় প্রকাশ

প্রদত্ত শব্দ	এক কথায় প্রকাশ
নষ্ট হওয়ার স্বভাব যার	নশ্বর
অক্ষির সমীপে	সমক্ষ
কর্মে যাহার ক্লান্তি নাই	অক্লান্ত কর্মী
যা সহজে অতিক্রম করা যায় না	দুরতিক্রম্য
যা চিরস্থায়ী নয়	নশ্বর
যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না	উষর
যা পূর্বে ছিল এখন নেই	ভূতপূর্ব
যা বলা হয়নি	অনুক্ত
ক্ষমার যোগ্য	ক্ষমার্হ
বলার ইচ্ছা	বিবক্ষা
অকালে যাকে জাগরণ করা হয়	অকালবোধন
যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই	অকুতোভয়
যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই	
যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই	অবীরা
হাতির ডাক	বৃংহতি
যে স্বামীর স্ত্রী প্রবাসে থাকে	প্রোষিতপত্নিক
অনুকরণ করার ইচ্ছা	অনুচিকীর্ষা
পান করার যোগ্য	পেয়
বিশ্বজনের হিতকর	বিশ্বজনীন
যিনি বিদ্যা লাভ করিয়াছেন	কৃতবিদ্যা
যে নারীর হিংসা নেই	অনসূয়া
জানা উচিত	জ্ঞাতব্য
ইতিহাস রচনা করেন যিনি	ঐতিহাসিক
যে নারীর সন্তান হয়না	বন্ধ্যা
টঙ্কা	ধনুকের ধ্বনি
যাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়না	অনির্বচনীয়
লাভ করার ইচ্ছা	লিপ্সা
তিন মোহনার মিলন যেখানে	তেমোহনা
যাহা বপন করা হইয়াছে	উপ্ত
এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত	একাদিক্রমে
যে সকল অত্যাচার সয়ে যায়	সর্বংসহা
যার কোনো উপায় নেই	নিরুপায়
যে উপকারীর অপকার করে	কৃতঘ্ন
অন্য ভাষায় রুপান্তরিত	অনূদিত
অনেকের মধ্যে এক	অন্যতম
পশ্চাতে জন্মেছে যে	অনুজ
নুপুরের ধ্বনি	নিক্কণ
শোনা মাত্র স্মরণ রাখতে পারে যে	শ্রুতিধর
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ইতিহাসবেত্তা
দশ চক্রে ভগবান ভূত	দশ জনের চক্রান্তে ন্যায়কে অন্যায় করা
কৌশলে কার্যোদ্ধার	ধরি মাছ না ছুঁই পানি
ইহলোকে যা সামান্য নয়	অলোকসামান্য
গোপনে করার ইচ্ছা	জগুপ্সা
আজীবন সধবা যে নারী	আধুত
পরকে প্রতিপালন করে যে	পরভৃৎ
যা অবশ্যই ঘটবে	অবশ্যম্ভাবী
যার চক্ষুলজ্জা নেই	চশমখোর
যা বিনা যত্নে উৎপন্ন হয়েছে	অযত্নসম্ভূত
সকলের জন্য প্রযোজ্য	সর্বজনীন
যা বিলুপ্ত হচ্ছে	বিলীয়মান
পরিমিত ব্যয় করে যে	মিতব্যয়ী
চেটে খাওয়া যায় যা	লেহ্য
যা স্থায়ী নয়	অস্থায়ী
শুভক্ষণে জন্ম যার	ক্ষণজন্মা
বীরসন্তান প্রসব করে যে নারী	বীরপ্রসূ
শত্রুকে দমন করে যে	অরিন্দম
যা কখনো নষ্ট হয়না	অবিনশ্বর
যে প্রবীণ নয়	নবীন
একই গুরুর শিষ্য	সতীর্থ
ঈষৎ পাংশুবর্ণ	কয়রা
যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই	
সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা	প্রত্যুদ্গমন
যা কষ্টে নিবারণ করা যায়	দুর্নিবার
যা লাফিয়ে চলে	প্লবগ
মৃতের মত অবস্থা যার	মুমূর্ষু
যাহা কষ্টে অর্জন করা যায়	কষ্টার্জিত
যা অবশ্যই ঘটবে	অবশ্যম্ভাবী
কোনোভাবেই যা নিবারণ করা যায়না	অনিবার্য

যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না	বনস্পতি
ভোজন করার ইচ্ছা	বুভুক্ষা
হনন করার ইচ্ছা	জিঘাংসা
যা কষ্টে জয় করা যায়	দুর্জয়
যার আগমনের কোন তিথি নেই	অতিথি
যে বহু বিষয় জানে	বহুদর্শী
যে ব্যক্তির দুহাত সমান চলে	সব্যসাচী
একবার ফল দিয়ে যে গাছ মারা যায়	ওষধি
যা সাধারনের মধ্যে দেখা যায়না	অনন্যসাধারন
যে ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে	অবিমৃষ্যকারী
যা ভবিষ্যতে ঘটবে	ভবিতব্য
যা চুষে খাওয়া হয়	চুষ্য
অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের বিয়ে	পরিবেদন
ক্ষণজন্মা	শুভক্ষণে জাত
অলংকারের ধ্বনি	শিঞ্জন
সাপের খোলস	নির্মোক
ইতিহাসের পূর্বের	প্রাগৈতিহাসিক
দিনের শেষ ভাগ	অপরাহ্ন
যে অন্যের লেখা চুরি করে	কুম্ভিলক
প্রাতঃকালে স্মরণ করার যোগ্য	প্রাতস্মরণীয়
যিনি অনেক দেখেছেন	ভূয়োদর্শী
যিনি বক্তৃতা দানে পটু	বাগ্মী

বিপরীতার্থক শব্দ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
সৌম্য	উগ্র
সংশয়	প্রত্যয়
প্রসন্ন	বিষন্ন
অর্বাচীন	প্রাচীন
উষর	উর্বর
মনীষা	নির্বোধ
অনুরক্ত	বিরক্ত
হরণ	পূরণ
মন্দা	তেজি
মুখর	মৌনী
বিধি	নিষেধ
ভূত	ভবিষ্যৎ
অলীক	বাস্তব
জঙ্গম	স্থাবর
তিমির	আলোক
আকস্মিক	চিরন্তন
আপদ	সম্পদ
কৃতঘ্ন	কৃতজ্ঞ
ঐচ্ছিক	আবশ্যিক
ঐহিক	পারত্রিক
ঋজু	বক্র
কৃশ	স্থূল
আরোহণ	অবরোহণ
অলীক	সত্য
অপাংক্তেয়	অতুলনীয়
আবির্ভাব	তিরোভাব
প্রচ্ছন্ন	ব্যক্ত
ঈদৃশ	তাদৃশ
অনুরাগ	বিরাগ
মুখ্য	গৌণ
চপল	রাশভারী
বন্ধুর	মসৃণ
গরল	অমৃত

প্রসারণ	আকুঞ্চন
অর্বাচিন	প্রাচীন
উত্তপ্ত	শীতল
ঐশ্বর্য	নিঃস্ব
বিরক্ত	অনুরক্ত
মরদ	জেনানা
খাতক	মহাজন
উচাটন	প্রশান্ত
বিদিত	অজ্ঞাত
উত্থান	পতন
স্থাবর	জঙ্গম
নন্দিত	-
ঔদ্ধত্য	বিনয়
নিমগ্ন	উদাসীন
চঞ্চল	অবিচল, নিশ্চল
হর্ষ	বিষাদ
উৎকর্ষ	অপকর্ষ
অনাবিল	আবিল
শ্রীযুক্ত	শ্রীহীন
চাক্ষুস	অগোচর
সুরভি	পুতি
সংক্ষিপ্ত	বিস্তৃত
সংকীর্ণ	প্রশস্ত
যোজক	বিয়োজক
সঙ্কুচিত	প্রসারিত
ফরিয়াদি	আসামি
তিরস্কার	পুরস্কার
আবাহন	বিসর্জন
দরাজ	সংকীর্ণ
বিহীন	সন্ধ্যা
খাতক	মহাজন
অপচয়	সঞ্চয়
নমনীয়তা	দৃঢ়তা
অর্থী	প্রত্যর্থী
কুন্তল	স্বামী
চক্ষুষ্মান	অন্ধ
কুৎসা	প্রশংসা
ভূত	ভবিষ্যৎ
তেজি	মন্দা
ত্বরা	বিলম্ব
ইদানিং	তদানিং
উদ্যত	শান্ত
ঔদার্য	কার্পণ্য
একান্ন	পৃথগান্ন
পামর	মহাত্মা
এঁড়ে	বক্না
কড়ি	কোমল
সহোদর	বৈমাত্রেয়
খিড়কি	সিংহদ্বার
বন্ধুর	মসৃণ
ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান

বাংলা ১ম পত্র

বিড়াল
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

প্রশ্ন : বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয় কাকে ?
উঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে
প্রশ্ন : কাকে সাহিত্যসম্রাট নামে অবিহিত করা হয় ?
উঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে
প্রশ্ন :বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উঃ বঙ্গদর্শন পত্রিকার
প্রশ্ন : বঙ্গদর্শণ পত্রিকাটি কত সালে প্রকাশিত হয় ?
উঃ ১৮৭২
প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত সালে এবং কোথায় জন্ম গ্রহন করেন ?
উঃ ১৮৩৮ খ্রি : পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়ায়
প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত সালে মৃত্যু বরণ করেন ?
উঃ ১৮৯৪খ্রি :
প্রশ্ন: বঙ্কিমের পিতার নাম কী?
উ: যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
প্রশ্ন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম গ্রাজুয়েট কে ?
উঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোট কতটি উপন্যাস রচনা করেন ?
উঃ ১৪ টি
প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রথম উপন্যাস কোনটি ?
উঃ দুর্গেশনন্দিনী
প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রথম সার্থক/প্রকৃত বাংলা উপন্যাস কোনটি ?
উঃ দুর্গেশনন্দিনী (প্রকাশকাল - ১৮৬৫)
প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস কোনটি?
উঃ কপালকুন্ডলা (প্রকাশকাল - ১৮৬৬)
প্রশ্ন : বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক সংলাপ "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ" - কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় ?
উঃ কপালকুন্ডলা (প্রকাশকাল - ১৮৬৬)
প্রশ্ন: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উঃ ললিতা তথা মানস (প্রকাশকাল – ১৮৫৬)
প্রশ্ন : "তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন।" এই উক্তিটি বঙ্কিমের কোন রচনায় পাওয়া যায় ?
উ : কপালকুন্ডলা
প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর ছদ্মনাম কী ?
উঃ কমলাকান্ত
প্রশ্ন : বঙ্কিমের ত্রয়ি উপন্যাস হল----
উঃ আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতরাম।
প্রশ্ন: বঙ্কিমচন্দ্র চাকরিসূত্রে কোথাকার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করে নীলকরদের দমন করেছিলেন?
উ: খুলনা।

বিড়াল গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন :

১) বিড়াল রচনাটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?
উ: কমলাকান্তের দপ্তর।
২) কীসের উপর বসে কমলাকান্ত হুঁকা হাতে ঝিমাচ্ছিলেন?
উ: চারপায়ীর উপর।
৩) নিমীলিতলোচনে কমলাকান্ত কী ভাবছিলেন?
উ: ওয়াটারলু যুদ্ধ।
৪) কোন লোভ ভাল নয়?
উ: বিশেষ অপরিমিত লোভ।
৫) কে কমলাকান্তের জন্য দুধ রেখে গিয়েছিল?
উ: প্রসন্ন।
৬) বিড়াল রচনায় 'মঙ্গলা' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ?
উ: গরুর নাম।
৭) কমলাকান্ত কীভাবে বিড়ালের কথা বুঝিলো?
উ: দিব্যকর্ণপ্রাপ্ত হইয়া।
৮) কোনটি পরম ধর্ম?
উ: পরোপকার
৯) বিড়াল কমলাকান্তকে প্রহার না করে কী করতে বলে?
উ: প্রশংসা।
১০) কারা চোর অপেক্ষাও অধার্মিক?
উ: বড় বড় সাধু
১১) চোরে যে চুরি করে সে অধর্ম কার?
উ: কৃপণ ধনীর ।
১২) সকলেই কিসে রাজি?
উ: পরের ব্যথায় ব্যথিত হতে
১৩) কী ব্যতিত সমাজের কোন উন্নতি নাই?
উ: সমাজের ধনবৃদ্ধি।
১৪) বিচারে পরাস্ত বিজ্ঞলোকেরা কীভাবে পরামর্শ দেয়?
উ: গম্ভীরভাবে
১৫) প্রসন্ন আগামীকাল কমলাকান্তকে কী দিতে চেয়েছে?
উ: ছানা
১৬) কী পড়লে বিড়ালের কিছু উপকার হবে?
উ: কমলাকান্তের দপ্তর।
১৭) কমলাকান্ত বিড়ালকে কখন আসতে বলে?
উ: আগামীকাল জলযোগের সময়।
১৮) কমলাকান্ত বিড়ালকে কী নিষেধ করে?
উ: আর কারো হাঁড়ি খেতে।
১৯) কমলাকান্ত হুঁকা হাতে ঝিমাচ্ছিলেন কেন?
উ: আহার প্রস্তুত না হওয়ায়।
২০) বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ সংখ্যা কত?
উ: ৩৪
২১) কমলাকান্তের মতে ওয়েলিংটন কী ভিক্ষা করতে এসেছিলেন?
উ: আফিং
২২) বিড়াল অতি মধুর স্বরে মেও বলছে কেন?
উ: পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য।
২৩) "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই" – উক্তিটি কে ভেবেছিল?
উ: মার্জার
২৪) মঙ্গলা কার নাম ?
উ: গাভীর।
২৫) বিড়ালকে কী অনুসারে মারতে হয়?
উ: শাস্ত্রানুসারে।
২৬) প্রেতবৎ নাচছিল কে?
উ: দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া
২৭) মার্জার সুন্দরী কর্তৃক পানকৃত দুগ্ধ কেমন ছিল?
উ: নির্জলা
২৮) বিড়ালকে না পারলে কমলাকান্তকে মার্জারীর স্বজাতিরা কী ভাববে?
উ: কাপুরুষ
২৯) সন্ধি দেখেও বিড়ালের ভয় না পাওয়া এবং হাই তোলাতে কী প্রকাশ পেয়েছে?
উ: নির্বিকারত্ব।

৩০) কে কার ধর্মের সহায়?
উ: বিড়াল, কমলাকান্তের।

শব্দার্থঃ ভর্তি পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রশ্ন-

মার্জার – বিড়াল
যষ্ঠি – লাঠি
ভার্যা – স্ত্রী, বৌ
নৈয়ায়িক – ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি
জলযোগ – হালকা খাবার, টিফিন

অপরিচিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঃ

প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে এবং কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন ?
উঃ ১৮৬১ সালের ৭ ই মে, বাংলা ২৫ শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে।
প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখন মৃত্যুবরণ করেন ?
উঃ ১৯৪১ খ্রিঃ এর ৭ ই আগস্ট, বাংলা ২২ শে শ্রাবন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।
প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্য বনফুল প্রকাশিত হয় -
উঃ কবির পনের বছর বয়সে।
প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্পের নাম কী ?
উঃ ভিখারিনী (১২৮৪)
প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বছর বয়সে ভিখারিনী ছোটগল্পটি লিখেছিলেন?
উ: ষোল বছর
প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের কত বছরের সাহিত্য সাধনায় গল্পগুচ্ছে মোট ৯৫ টি গল্প সংকলন করেন ?
উ: চৌষট্টি বছর
প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পটির নাম কী?
উ: মুসলমানীর গল্প
প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথ কেন কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাস করতেন ?
উ: পারিবারিক জামিদারি তদারকির সূত্রে।
প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ?
উঃ গীতাঞ্জলী (প্রকাশ ১৯১০)
প্রশ্ন ঃ কতসালে সর্বপ্রথম এশীয়দের মধ্যে কবি গুরু নোবেল পান ?
উঃ ১৯১৩
প্রশ্ন ঃ গীতাঞ্জলীর ইংরেজি অনুবাদ কী ?
উঃ Song Offerings (অনুবাদ করেন W.B. Yeates)
প্রশ্ন ঃরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম কী ?
উঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতার নাম কী ?
উঃ সারদা দেবী
প্রশ্ন ঃ বাংলা ছোট গল্পের জনক কে ?
উঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রশ্ন ঃ কত সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি গুরু কে ডি. লিট: দেয় ?
উঃ ১৯৩৬ সালে
প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্ম নাম কী ছিল ?
উঃ ভানুসিংহ ঠাকুর

অপরিচিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঃ

১) 'অপরিচিতা' ছোট গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কখন ও কোন সংখ্যায় –
উ: সবুজপত্র পত্রিকায় ১৩২১ বঙ্গাব্দ (১৯১৪ ইং), কার্তিক সংখ্যায়
২) 'অপরিচিতা' ছোট গল্পটি কখন 'গল্পসল্পক' থেকে 'গল্পগুচ্ছে' সংকলিত হয়?
উ: ১৯২৭
৩) অনুপমের মা কেমন ঘরের মেয়ে ছিল?
উ: গরিব
৪) 'অপরিচিতা' ছোট গল্পটি কোন পুরুষের জবানিতে লেখা?
উ: উত্তম পুরুষ
৫) অনুপম কোন সময়ের যুবক?
উ: বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের।
৬) রবীন্দ্রনাথ রচিত 'অপরিচিতা' ছোট গল্পটিতে প্রাধান্য পেয়েছে –
উ: প্রকৃতি ও গীতময়তা
৭) 'অপরিচিতা' ছোট গল্পটিতে লেখকের বয়স ছিল –
উ: ২৭ বছর
৮) "এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যেও হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে।" কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
উ: জীবনকে তুচ্ছ ভাবা হয়েছে।
৯) 'অপরিচিতা' ছোট গল্পটিতে ফলের মতো গুটি বলতে বোঝানো হয়েছে –
উ: নিজের নিষ্ফল জীবনকে।
১০) পণ্ডিত মশায় অনুপমকে কোন ফুল ও ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
উ: শিমুল ফুল ও মাকাল ফল।
১১) অনুপমের পিতা ধনী হয়েছিলন –
উ: ওকালতি করে।
১২) অনুপমের আসল অভিভাবক কে ?
উ: মামা
১৩) মামা অনুপম থেকে কয় বছরের বড়?
উ: ৬ বছর
১৪) কাকে গজাননের ছোট ভাইটির মতো মনে হয়?
উ: অনুপমকে
১৫) অনুপমের মামার কীরূপ মেয়ে পছন্দ?
উ: গরিব ঘরের মেয়ে।
১৬) অনুপমের মামা কেমন ছিল?
উ: ফল্গুর বালির মতো।
১৭) পৃথিবীতে অনুপমদের ভাগ্যদেবতার এজেন্ট কে?
উ: মামা।
১৮) অনুপমের বন্ধুর নাম কী? বন্ধুটি মেয়ের রূপ বর্ণনায় কোন বিশেষণটি ব্যবহার করে?
উ: হরিশ, খাসা।
১৯) 'অপরিচিতা' ছোট গল্পটিতে আসর জমাতে অদ্বিতীয় কে?
উ: হরিশ।
২০) কল্যাণীর বয়স কত?
উ: পনেরো বছর।
২১) কলকাতার বাইরে সমস্তটাই অনুপমের মামার কাছে কোন দ্বীপের অন্তর্গত মনে হয়?
উ: আন্দামান দ্বীপ
২২) অনুপমের মামা কোলকাতার বাইরে কোন পর্যন্ত গিয়েছেন?
উ: কোন্নগর।
২৩) অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম কী?
উ: বিনু
২৪) কার উপর অনুপম দোল আনা নির্ভর করতে পারে?
উ: বিনুদার উপর।
২৫) কন্যাকে আশির্বাদের জন্য কাকে পাঠানো হয়েছিল?
উ: বিনুকে।
২৬) আমরা যেখানে 'চমৎকার' বলি সেখানে 'চলনসই' বলে –
উ: বিনু।
২৭) শম্ভুনাথের বয়স কত?
উ: চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে।

অনুপমের বিবাহের বরকর্তাদের প্রত্যেককে অভিষিক্ত করেছিলেন কে?
উ: শম্ভুনাথবাবুর এক উকিল বন্ধু।

গহনা যাচাইয়ের জন্য অনুপমের মামা কাকে নিয়ে গিয়েছিল?
উ: সেকরাকে।

শম্ভুনাথবাবু কিসে বেঁধে গহনা নিয়ে আনলেন?
উ: গামছা

শম্ভুনাথবাবু যে গহনা আনলেন তা কোন আমলের?
উ: পিতামহী আমলের।

কে মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা স্বরূপে উপস্থিত হলো?
উ: মামা।

অনুপমের মামা কীসের দাবিতে নালিশ করতে চেয়েছিল?
উ: বিবাহের চুক্তিভঙ্গ এবং মানহানির দাবিতে।

অনুপম তার মাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল?
উ: তীর্থে

"শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে।" উক্তিটি কার?
উ: কল্যানীর

অনুপম স্টেশনে ভুল করে ফেলে এসেছিল–
উ: ক্যামেরা

কল্যাণীর সঙ্গে কী ছিল ?
উ: ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই

বাংলা কথা মধুর লাগে –
উ: বাঙালি মেয়েদের গলায়

কল্যাণী স্টেশনে খাবার ওয়ালার নিকট থেকে কী কিনে আনলো?
উ: চানা-মুঠ

কাকে দেখে অনুপমের মা ভয়ে আড়ষ্ট হলেন?
উ: ইউনিফর্ম পরা জেনারেল সাহেব।

শব্দার্থ থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঃ

অন্তঃপুর – অন্দরমহল, ভেতরবাড়ি।
স্বয়ংবরা – যে নিজেই স্বামী নির্বাচন করে।
গুড়গুড়ি – আলবোলা, ফরসি, দীর্ঘ নলযুক্ত হুকাবিশেষ
উমেদারি – প্রার্থনা, চাকরির আশায় অন্যেও কাছে ধরনা দেওয়া
মনু – বিধানকর্তা বা শাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ।
প্রজাপতি – জীবের স্রষ্টা, ব্রহ্মা, ইনি বিয়ের দেবতা।
পঞ্চশর – মানবদেহে ব্যবহার্য পাঁচ ধরনের বাণ।
সেকরা – স্বর্ণকার।
সওগাদ – উপঢৌকন, ভেট।
এয়ারিং – কানের দুল।
মহানির্বাণ – সবরকমের বন্ধন থেকে মুক্তি।
কলি – পুরাণে বর্ণিত চার যুগের শেষ যুগ।
প্রদোষ – সন্ধ্যা
ধুয়া – গানের যে অংশ দোহাররা বার বার পরিবেশন করে।
মঞ্জরী – কিশলয়যুক্ত কচি ডাল, মুকুল।

চাষার দুক্ষু
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঃ

প্রশ্ন ঃ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উঃ ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে।

প্রশ্ন ঃ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কখন মৃত্যুবরণ করেন?
উঃ ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর।

প্রশ্ন: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রকৃত নাম কী?
উ: রোকেয়া খাতুন।

প্রশ্ন: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের পিতা ও মাতার নাম কী?
উ: আলী হায়দার সাবের ও রাহাতুন্নেসা চৌধুরী

প্রশ্ন: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন কোন ভাষী এবং পেশায় কী ছিলেন?
উ: উর্দুভাষী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

প্রশ্ন ঃ বেগম রোকেয়ার প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
উঃ মতিচুর (প্রবন্ধ)।

প্রশ্ন ঃ পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন (sultana's dream) ইত্যাদি বেগম রোকেয়ার কোন ধরনের রচনা?
উঃ উপন্যাস।

চাষার দুক্ষু থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঃ

১) 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধটি নেওয়া হয়েছে –
উ: বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'রোকেয়া রচনাবলী থেকে।

২) কত বৎসর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য বর্বর ছিল?
উ: দেড়শত বৎসর।

৩) জুট মিলের কর্মচারীগণের মাসিক বেতন ছিল –
উ: ৫০০ – ৭০০ টাকা।

৪) কারা নবাবী হালে থাকে ?
উ: জুট মিলের কর্মচারীগণ

৫) 'পাছায় জোটে না ত্যানা' বলতে কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে?
উ: পাট উৎপাদনকারী সম্পর্কে।

৬) কোনটি সমস্ত পৃথিবীকে সর্বস্বান্ত করেছে ?
উ: ইউরোপের মহাযুদ্ধ।

৭) ইউরোপের মহাযুদ্ধ কত বৎসরের ঘটনা?
উ: সাত বৎসর।

৮) এক টাকায় কত সের সরিষার তেল পাওয়া যেত?
উ: ৮ সের।

৯) এক টাকায় কত সের ঘি পাওয়া যেত?
উ: ৪ সের।

১০) তৎকালীন কৃষকপত্নী কয় সের খেসারীর বিনিময়ে কন্যা বিক্রয় করতো?
উ: দুই সের।

১১) কোন অঞ্চলের কৃষকের পান্তাভাতের সাথে লবণ ব্যতীত অন্য কোন উপকরণ সংগ্রহ করতে পারতো না?
উ: উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত কণিকা রাজ্যের।

১২) কোনটি পরম উপাদেয় ব্যঞ্জন বলে বিবেচিত হতো?
উ: শুটকি মাছ।

১৩) 'সাত ভায়া' কী?
উ: সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম।

১৪) পুরুষেরা বহু কষ্টে স্ত্রীদের জন্য সংগ্রহ করতো –
উ: ৮ – ৯ হাত কাপড়।

১৫) কিসের শয্যায় কৃষকেরা শয়ন করতো?
উ: বিচালি শয্যায়।

১৬) ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সাথে চাষার দারিদ্র্যের সম্পর্ক কীরূপ?
উ: অতি অল্প।

১৭) কোন জেলায় রেশম হয়?
উ: আসাম ও রংপুর।

১৮) কোন ধরনের কাপড় বেশ গরম এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়?
উ: এন্ডি।
১৯) এন্ডি কাপড়কে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
উ: ফ্লানেল।
২০) এন্ডি বস্ত্রের বর্ণ কেমন ছিল ?
উ: বর্ণহীন
২১) পূর্বে পল্লিবাসীগণ কী দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করতো?
উ: ক্ষার।
২২) বর্তমানে কাপড় পরিষ্কার করার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?
উ: ধোপা অথবা সোডার।
২৩) কে ট্রাম না হলে দুই পদ নড়তে পারে না?
উ: মুটে মজুর।
২৪) বিলাসীতার সঙ্গে কোন ভূত মাথায় চেপে বসেছে ?
উ: অনুকরণপ্রিয়তা।
২৫) কাদের বর-অঙ্গে 'আসাম সিল্ক' শোভা পায়?
উ: ইউরোপীয় নর-নারী।
২৬) 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কোন গভর্নরের নাম রয়েছে ?
উ: লর্ড কারমাইকেল (বঙ্গের গভর্নর ছিলেন)।
২৭) আসাম হতে এন্ডি গুটি কোথায় চালান যায়?
উ: বিদেশে।
২৮) লর্ড কারমাইকেল যে দেশি রেশমি রুমালের খোঁজ করিতেছিলেন তার জন্মভূমি কোথায়?
উ: মুর্শিদাবাদের কোন এক গ্রাম।
২৯) গ্রামে গ্রামে ------ আর ঘরে ঘরে ------ ও ------- হলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচবে। শূণ্যস্থানে সঠিক শব্দ কী হবে?
উ: পাঠশালা, চরকা, টেকো।
৩০) শিবিকাবাহকগণ পালকি নিয়ে কিসে যাতায়াত করলে সভ্যতা চূড়ান্ত হবে?
উ: ট্রামে।

শব্দার্থ থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঃ

ছেইলা – ছেলে
পৈছা – স্ত্রীলোকের মণিবন্ধনের প্রাচীন অলঙ্কার
অভ্রভেদী – অভ্র অর্থ আকাশ। আকাশ বা মেঘ ভেদকারী, আকাশচুম্বী।
কৌপীন – ল্যাঙ্গট, চীরবসন।,লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধেয় সামান্য বস্ত্র।
৬. কা – সুতা পাকাবার যন্ত্র
এন্ডি – মোটা রেশমি কাপড়।

আহ্বান
বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঃ

১. বিভূতিভূষণ কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উ: ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ সাল। পশ্চিম ের চব্বিশ পরগণার মুরারিপুর গ্রামে।
২. বিভূতিভূষণ কখন ও কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ: পহেলা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ সাল। ঘাটশিলা।
৩. লেখকের রচিত ৬টি উপন্যাসের নাম –
উ: পথের পাঁচালি, অপরাজিতা, আরণ্যক, দেবজান, ইছামতি, দৃষ্টিপ্রদীপ
৪. লেখকের রচিত ৪টি গল্পগ্রন্থ –
উ: মেঘমল্লার, মৌরিফুল, যাত্রাবদল, কিন্নর দল। গল্পকথক

আহ্বান গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি:

১. বৃদ্ধার চেহারা কোথায় দেখতে পেলেন?
উ: আমগাছের ছায়ায়
২. বৃদ্ধা কোনদিকে যাচ্ছিলেন?
উ: বাজারের দিকে।
৩. বৃদ্ধার আত্মীয় বলতে কে আছে?
উ: নাত জামাই।
৪. গল্পকথক কার বাড়িতে থাকে?
উ: জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ি।
৫. বৃদ্ধার স্বামীর নাম কী?
উ: জমির।
৬. বৃদ্ধাকে দুধ দিয়ে গিয়েছিল কে?
উ: হাজরা ব্যাটার বউ।
৭. হাজরা ব্যাটার বউ চালাঘর কোথায় ?
উ: বৃদ্ধার চালঘরের পাশে।
৮. কোথা থেকে বৃদ্ধা গল্পকথকের জন্য দুধ নিয়ে এসেছিল?
উ: পাতানো মেয়ের বাড়ি থেকে।
৯. বুড়ির পাতানো মেয়ের কাজ কী ছিল?
উ: লোকের ধান ভানা।
১০. বুড়ি গল্পকথককে আদর করে কী সম্বোধন করতো?
উ: গোপাল।
১১. বুড়ি গোপালের বসার জন্য কী বুনেছিল?
উ: খেজুর পাতার চাটাই।
১২. বুড়ির মরার পর কী কিনে দিতে গোপালকে বুড়ি অনুরোধ করেছিল?
উ: কাফনের কাপড়।
১৩. বুড়ির পাতানো মেয়ের হাতে গোপাল কিছু দিল কেন?
উ: পথ্য ও ফলের জন্য।
১৪. বুড়ির মৃত্যু সংবাদ গল্পকথক কার থেকে পেয়েছিল?
উ: পরশু সর্দারের বউ দিগম্বরীর কাছ থেকে।
১৫. বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হয়েছে কোন গাছের নিচে?
উ: প্রাচীন তিত্তিরাজ গাছের তলায়।
১৬. আহ্বান গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে –
উ: উদার মানবিকতা।
১৭. আহ্বান কী ধরনের গল্প?
উ: মানবিক সম্পর্কের গল্প।
১৮. গল্পকথকের বাবার পুরাতন বন্ধু কে?
উ: চক্কোত্তি মশায়।
১৯. 'চক্কোত্তি' বলতে কী বোঝায়?
উ: চক্রবর্তী
২০. গল্পকথক কার পায়ে প্রণাম করে ধুলি নিয়েছিল?
উ: চক্কোত্তি মশায়ের।
২১. গল্পকথককে ঘর তোলার জন্য খড় বাঁশ দিতে চেয়েছিল কে?
উ: চক্কোত্তি মশায়।
২২. বৃদ্ধার স্বামী পেশায় কী ছিল ?
উ: করাতি।
২৩. আহ্বান গল্পে কথক কী উপলক্ষে দেশে এসেছেন?
উ: ছুটি।
২৪. গল্পকথক প্রথম বার এসে কোথায় ওঠে?
উ: জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ি।
২৫. গল্পকথক নতুন তৈরি খড়ের ঘরে কোন মাসে ওঠে?
উ: জ্যৈষ্ঠ মাসে।
২৬. ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত থেকে কী খুলে বৃদ্ধা কথকের সামনে রাখলো?
উ: গোটাকতক আম।

১৭. "ওঠ ওঠো, তোমার গোপালের জন্যি দুধ নিয়ে যাও।" উক্তিটি কার?
উঃ হাজরা বাটীর বউ।

১৮. গল্পকথক কীসের নাম দিতে চেয়েছিল?
উঃ দুধের।

১৯. "সেও তো গরিব লোক।" এখানে কার কথা বলা হয়েছে?
উঃ হাজরা বাটীর বউ।

২০. "নুন নিয়ে যাও দিকিন মোর সামনে।" এখানে কী প্রকাশ পেয়েছে?
উঃ স্নেহবোধ

আমার পথ
কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

প্রশ্ন : কাজী নজরুল ইসলাম কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উঃ ১৮৯৯খ্রি:, ২৫মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দ, ১১ জ্যৈষ্ঠ)। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।

প্রশ্ন : কাজী নজরুল ইসলাম কখন ও কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উঃ ১৯৭৬খ্রি:, ২৯ আগস্ট।

প্রশ্ন : ছেলেবেলায় নজরুল কোন গানের দলে যোগ দেন?
উঃ লেটো।

প্রশ্ন : নজরুল কত সালে সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান?
উঃ ১৯১৭।

প্রশ্ন : নজরুল সেনাবাহিনীর কত নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান?
উঃ ৪৯।

প্রশ্ন : নজরুল কত বছর বয়সে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন?
উঃ তেতাল্লিশ।

প্রশ্ন : কতসালে নজরুলকে স্থায়ীভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় ও জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়?
উঃ ১৯৭২।

প্রশ্ন : কতসালে নজরুলকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ও একুশে পদক প্রদান করা হয়?
উঃ ১৯৭৬।

প্রশ্ন : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উঃ অগ্নিবীণা।

প্রশ্ন : নজরুলের ''বিদ্রোহী'' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
উঃ অগ্নিবীণা।

প্রশ্ন : কোন কবিতাটি প্রকাশিত হলে নজরুল কারাবরণ করেন?
উঃ আনন্দময়ীর আগমনে।

প্রশ্ন : নজরুল তাঁর কোন গ্রন্থটি কবি গুরু রবীন্দ্রনাথঠাকুর কে উৎসর্গ করেন?
উঃ সঞ্চিতা।

আমার পথ গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১) 'আমি আছি' বলতে প্রবন্ধটিতে কী বোঝানো হয়েছে?
উঃ গান্ধীজি আছেন।

২) কোনটিকে অহংকার বা স্পর্ধা বললে ভুল হবে?
উঃ স্পষ্ট কথা

৩) নজরুল পরাবলম্বনকে কী বলে অভিহিত করেছেন?
উঃ দাসত্ব

৪) মিথ্যার ভয়কে জয় করার জন্য কোনটি প্রয়োজন?
উঃ নিজেকে চেনা

৫) সত্যের দম্ভ মানুষকে কী করে তোলে?
উঃ উঁচু

৬) ভুলের মধ্য দিয়ে কী পাওয়া যায়?
উঃ সত্য।

৭) নজরুল ভন্ডামীর মধ্য দিয়ে কী পাবার লোভ করে না?
উঃ শ্রদ্ধা।

৮) কীভাবে সত্যকে পাওয়া যায়?
উঃ ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়ে।

৯) 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখকের ভাষায় মনের জোর আসে কোথা থেকে
উঃ নিজেকে চিনলে।

১০) কোন ধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম?
উঃ মানুষ ধর্ম।

১১) রথ শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী?
উঃ বাহন।

১২) কোনটি মানুষকে ছোট করে ফেলে?
উঃ মিথ্যা বিনয়।

১৩) কিসে কষ্ট পাওয়া দুর্বলতা?
উঃ স্পষ্ট কথা

১৪) কীভাবে আত্মনির্ভরতা আসে?
উঃ আত্মকে চেনার মাধ্যমে।

১৫) স্বাধীনতা অর্জনের মূল মাধ্যম কী?
উঃ আত্মনির্ভরতা

১৬) 'অস্থিমজ্জায় পচন ধরা' বলতে বোঝানো হয়েছে –
উঃ তৎকালীন ভারতকে।

১৭) কে বাইরে ভয় পায়?
উঃ যে ভিতরে ভীত থাকে।

১৮) নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি মানুষের দেবতা কে?
উঃ অহংকার।

১৯) 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের মতে কারা বেশি বিনয়ী?
উঃ মেয়েরা।

২০) মানুষ কখন আপন সত্য ছাড়া অন্যকে কুর্নিশ করে না?
উঃ নিজেকে চিনলে।

শব্দার্থ

কুর্নিশ – অভিবাদন। সম্মান প্রদর্শন।
মেকি – মিথ্যা, কপট
সম্মার্জনা – মেজে ঘষে পরিষ্কার করা (ঝাড়ু)

জীবন ও বৃক্ষ
মোতাহের হোসেন চৌধুরী

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১) মোতাহের হোসেন চৌধুরী কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উঃ ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে, নোয়াখালি জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে।

২) মোতাহের হোসেন চৌধুরী কখন ও কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উঃ ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে, চট্টগ্রামে।

৩) মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন?
উঃ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন।

৪) 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে?
উঃ মোতাহের হোসেন চৌধুরী।

৫) ক্লাইভ বেল–এর Civilization গ্রন্থ অবলম্বনে মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনা করেছেন –
উ: সভ্যতা।

৬) বারট্রান্ড রাসেলের aeConquest of Happiness" গ্রন্থ অবলম্বনে মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনা করেছেন –
উ: সুখ

জীবন ও বৃক্ষ গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) আমাদের জগৎ সংসারের মানুষগুলো কেমন?
উ: স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয়।

২) নিষ্ঠুর মানুষের একমাত্র দেবতা কে?
উ: অহংকার।

৩) জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয় কীভাবে?
উ: বৃক্ষের দিকে তাকালে।

৪) রবীন্দ্রনাথের মতে মনুষ্যত্বের বেদনা কোথায় উপলব্ধ হয় না?
উ: ফুলের ফোটা

৫) রবীন্দ্রনাথ ফুলের ফোটার দিকে না তাকিয়ে কীসের দিকে তাকালে ভাল করতেন?
উ: নদীর গতিতে।

৬) তপোবন প্রেমিক ছিলেন?
উ: রবীন্দ্রনাথ

৭) বৃক্ষ কী প্রকাশ করে?
উ: গোপন ও নীরব সাধনা।

৮) সাধনার সার্থকতা কী?
উ: প্রাপ্তি

৯) 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে জীবন মানে কী?
উ: বৃদ্ধি।

১০) মানুষকে কী সৃষ্টি করে নিতে হয়?
উ: আত্মা

১১) কোন দুটি জিনিস উপলব্ধি না করলে জীবনের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার ছবি ফুটে উঠবে না?
উ: বৃক্ষেরজীবনের গতি ও বিকাশ।

১২) Riepeness is all কথাটির অর্থ কী?
উ: পরিপক্কতাই সব।

১৩) কীভাবে আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করে তুলতে হবে?
উ: সাধনার মাধ্যমে।

১৪) আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করে তুলতে না পারলে কার উপভোগের উপযুক্ত হবে না?
উ: স্রষ্টার।

১৫) বিচিত্র অভিজ্ঞতা,প্রচুর প্রেম ও গভীর অনুভূতি দ্বারা কী সম্ভব?
উ: অ। ার পুরপুষ্টি ও মাধুর্য।

১৬) শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না কী?
উ: বিজ্ঞান।

১৭) মানুষের শিক্ষার বিষয়বস্তু কী?
উ: সাধনা।

১৮) শিক্ষা ক্ষেত্রে সাহিত্য ও শিল্পকলার মূল্য বেশি কেননা সাহিত্য ও শিল্পকলার মাধ্যমে –
উ: আত্মার উন্নতি হয়।

১৯) মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া কার কাজ?
উ: সমাজের।

২০) আন্তরিকতাশূন্য ও উপলব্ধিহীন বুলি মনে হয় কীসে?
উ: অহংকারীদের মানবপ্রেমের কথা।

২১) সজীবতা ও সার্থকতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত বা প্রতীক কী?
উ: বৃক্ষ।

২২) রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের বেদনা কোথায় দেখতে পান?
উ: নদীর গতিতে।

২৩) কোথায় মনুষ্যত্বের দুঃখ যতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ফুলের ফোটায় ততটা হয়ে ওঠে না?
উ: নদীর গতিতে।

২৪) নদীকে মনুষ্যত্বের প্রতীক বলেছেন কে?
উ: রবীন্দ্রনাথ।

২৫) চর্মচক্ষুকে বড় না করে কোনটিকে বড় করলে বৃক্ষের বেদনা সহজে উপলব্ধি করা যায়?
উ: কল্পনা ও অনুভূতির চক্ষু।

২৬) ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায় কোথায়?
উ: বৃক্ষ আর মানুষের সাধনায়।

২৭) মানুষের সাধনা কেমন হওয়া উচিত নয়?
উ: অনবরত ধেয়ে চলা।

২৮) গোপন ও নীরব সাধনা কীসে অভিব্যক্ত?
উ: বৃক্ষে।

২৯) কোন ছবি আমরা প্রত্যেহ দেখতে পাই না?
উ: নদীর সাগরে পতিত হওয়ার ছবি।

৩০) কোন ছবি আমরা প্রত্যেহ দেখতে পাই?
উ: বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর ছবি।

মাসি-পিসি
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

প্রশ্ন ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উঃ ১৯০৮ খ্রিঃ, বিহারের সাঁওতাল পরগনা জেলার দুমকা শহরে।

প্রশ্ন ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখন মৃত্যুবরণ করেন?
উঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ।

প্রশ্ন ঃ কোন গল্পটি রচনার মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ করেন?
উঃ অতসীমামী।

প্রশ্ন ঃ 'ফেরিওয়ালা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন ধরনের রচনা?
উ: গল্প।

প্রশ্ন ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযের রচিত উপন্যাসের সংখ্যা কত?
উঃ ৪০ টি।

প্রশ্ন ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রকাশিত হয় কখন?
উঃ ১৯৩৬ খ্রিঃ

প্রশ্ন ঃ 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদটির নাম কী এবং কত সালে করা হয়?
উঃ 'বোট ম্যান অব দা পদ্মা।' ১৯৪৮।

মাসি-পিসি গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈত্রিক নিবাস কোথায়?
উ: বিক্রমপুর।

২) লেখকের পিতৃদত্ত নাম কী?
উ: প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩) মানিক কত বছর বয়সে প্রথম গল্প লেখেন এবং গল্পের নাম কী?
উ: ২০ বছর, অতসীমামী

৪) লেখক কত বছর সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন?
উ: ২৮ বছর।

লেখক কত বছর চাকুরি ও ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন?
উ: ৩ বছর।

'মাসি-পিসি' গল্পের প্রথম লাইন কোনটি?
উ: শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা।

কৈলেশ ও বুড়ো লোকটি সালতি থেকে কী নামাচ্ছিল?
উ: খড়

'ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।" কে ডেকেছিল?
উ: কৈলেশ।

'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদি কত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল?
উ: চার মাসের।

১০) 'মাসি-পিসি" কী বিক্রি করে জামাইকে জামাইকে আপ্যায়ন করেছিল?
উ: ছাগল।

১১) মাসি-পিসি ও কৈলেশের কথা কে চুপচাপ শোনে?
উ: বুড়ো রহমান।

১২) কার মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে মারা গেছে?
উ: কৈলেশের।

১৩) রহমান তার মেয়েকে জোর করে পাঠিয়েছিল কেন?
উ: মেয়ের ভালোর জন্য।

১৪) জগু কেন মামলা করবে?
উ: বৌ নেবার জন্য।

১৫) আহ্লাদি স্বামীর ঘরে যেতে চায় না কেন?
উ: খুন হবার ভয়ে।

১৬) মাসি-পিসি কীভাবে শহরের বাজারে সবজি নিয়ে যেত?
উ: সালতি বেয়ে।

১৭) নগদ পয়সার জন্য কারা বাজারে জিনিস বেচতে দেয়?
উ: গাঁয়ের বাবু বাসিন্দরা।

১৮) দুর্ভিক্ষকে ঠেকিয়েছিল কে?
উ: আহ্লাদির বাবা।

১৯) কে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে?
উ: মাসি।

২০) মাসির উপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল কেন?
উ: নিজের বাড়ি হওয়ায়।

২১) মাসি ও পিসি উভয়ই –
উ: বিধাব নারী।

২২) মাসি-পিসির কর্মজীবনে এখন কীসের জন্য সংগ্রাম?
উ: আহ্লাদির জন্য।

২৩) আহ্লাদির বাবা, মা, ভাই কোন রোগে মারা যায়?
উ: কলেরা

২৪) "খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে।" – কাকে?
উ: আহ্লাদিকে।

২৫) আহ্লাদির বাবার বেশিরভাগ জায়গাজমি কার কবলে গেছে?
উ: গোকুলের।

২৬) কে বলে ছেলের মুখ দেখলে পাষাণ নরম হয়?
উ: পিসি।

২৭) কে নির্যাতনকারী জগুর মতো ছিলো?
উ: আহ্লাদিও পিসে।

২৮) কার শাশুড়ি বাঘের মতো ছিল?
উ: মাসির।

২৯) কার নিজেকে ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে।
উ: আহ্লাদির।

৩০) 'মাসি-পিসি' গল্পের চৌকিদারের নাম কী?
উ: কানাই।

৩১) মাসি-পিসির সঙ্গে বাজারে কার ঝগড়া হয়েছিল?
উ: সরকারের।

৩২) "কাছাড়িবাড়ি যেতে হবে একবার।" উক্তিটি কার?
উ: কানাইয়ের।

৩৩) নৌকা চালানোর জন্য যে হাত ছয়েক বাঁশের দণ্ড ব্যবহৃত হয় তার নাম কী?
উ: লগি।

৩৪) 'বেমক্কা' শব্দের অর্থ কী?
উ: অসংগত।

৩৫) 'ব্যঞ্জন' কী?
উ: তরকারি।

বায়ান্নর দিনগুলো
শেখ মুজিবুর রহমান

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১) শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় ও কখন জন্মগ্রহণ করে?
উ: গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। ১৭ মার্চ, ১৯২০।

২) বঙ্গবন্ধু কখন স্বাধীনতার ঘোষণা দেন?
উ: ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে।

৩) বঙ্গবন্ধু কতসালে জুলিওকুরি পদক লাভ করে?
উ: ১৯৭৩ সালে।

৪) বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি কোথায় দেন?
উ: রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)

৫) বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর ডাক নাম ছিল –
উ: রেণু

৬) বঙ্গবন্ধুর পিতার নাম কী?
উ: শেখ লুৎফর রহমান

বায়ান্নর দিনগুলো গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১) 'বায়ান্নর দিনগুলো' কোথা থেকে সংকলিত হয়েছে?
উ: অসমাপ্ত আত্মজীবনী

২) 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি কখন প্রকাশিত হয়?
উ: জুন, ২০১২।

৩) প্লুরিসিস শব্দের অর্থ কী?
উ: বক্ষব্যাধি

৪) বঙ্গবন্ধুর সাথে কারাবরণ করেছিলেন?
উ: মহিউদ্দিন

৫) ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল কে?
উ: খোন্দকার মোশতাক

৬) বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনাকে কামাল কী সম্বোধন করেছিল?
উ: হাসু আপা।

৭) বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কী?
উ: শেখ কামাল

৮) প্রকোষ্ঠ শব্দের অর্থ কী?
উ: ঘর বা কুঠরি।

৯) বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন?
উ: আইন।

১০) অস্থায়ী সরকার বা বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কী?
উ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১১) বঙ্গবন্ধুকে কখন ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে প্রেরণ করা হয়?
উ: ১৫ ফেব্রুয়ারি।

১২) কিসমত শব্দের অর্থ কী?
উ: ভাগ্য।

১৩) ফরিদপুর হাসপাতালে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু কয়টি ও কার কার কাছে চিঠি লিখেছিল?
উ: ৪টি, ভাসানি, শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব, বাবা লুৎফর রহমান ও স্ত্রী রেণুকে।

১৪) ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতার হয়েছিলেন কে ?
উ: মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ।

১৫) নূরুল আমীন কে ছিলেন?
উ: পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী

১৬) কোন জেলে থাকাকালীন এবং কতসালে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লেখা হয়?
উ: ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে, ১৯৬৭ সাল।

১৭) 'অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে' কোন সাল পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে?
উ: ১৯৫৫ সাল।

১৮) বঙ্গবন্ধু কখন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন?
উ: ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি।

১৯) বঙ্গবন্ধু কোথায় বসে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন?
উ: জেলখানায়।

২০) জেলখানার সুপারিনটেনডেন্ট কে ছিলেন?
উ: আমীর হোসেন।

২১) বঙ্গবন্ধুর অনশনকালে ডেপুটি জেলার কে ছিল?
উ: মোখলেসুর রহমান।

২২) বঙ্গবন্ধু কেন অনশন করেন?
উ: বিনা বিচারে আটক রাখায়।

২৩) বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত কীসের সাহায্যে নিয়ে আসা হয়?
উ: ঘোড়ার গাড়ি।

২৪) নারায়ণগঞ্জ থেকে কয়টায় জাহাজ ছাড়ার কথা ?
উ: রাত এগারোটা।

২৫) জাহাজ কয়টায় গোয়ালন্দের দিকে রওনা দিলো?
উ: রাত একটা

২৬) বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন কখন ফরিদপুর পৌঁছান?
উ: রাত চারটায়।

২৭) 'প্যালপিটিশন' বলতে কী বোঝায়?
উ: ধড়ফড়ানি।

২৮) 'এভাবে মৃত্যুবরণ করে কী কোন লাভ হবে?" উক্তিটি কার?
উ: সিভিল সার্জনের।

২৯) 'কিসমত' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উ: আরবি।

৩০) বঙ্গবন্ধু ফরিদপুরে সকাল বেলা নাস্তা করার ইচ্ছা পোষণ করলো কেন?
উ: সহকর্মীদের জানাতে।

৩১) বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন ঔষধ খেয়ে নিল কেন?
উ: পেট পরিষ্কার করার জন্য।

৩২) বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিনকে কতদিন পর নাক দিয়ে খাওয়ানো শুরু করেছিল?
উ: চার।

৩৩) বঙ্গবন্ধুর কীসের সমস্যা হয়েছিল?
উ: হার্টের।

৩৪) বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কোথায় ছিল?
উ: ফরিদপুর হাসপাতালে।

৩৫) কারা ২১ ফেব্রুয়ারি শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল?
উ: ছাত্রছাত্রীরা।

৩৬) ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্তমান নাম কী?
উ: বাহাদুর শাহ পার্ক।

৩৭) নারায়ণগঞ্জে কার বাড়িতে ঢুকে পুলিশ ভীষণ মারপিট করে?
উ: খান সাহেব ওসমান আলী।

৩৮) সিভিল সার্জন দিনের বেলা কতবার দেখা করতে আসতো?
উ: ৫ – ৭ বার।

৩৯) বঙ্গবন্ধু কী বুঝতে পেরেছিলেন?
উ: তার দিন ফুরিয়ে আসছে।

৪০) কে বঙ্গবন্ধুকে বলে যে বাংলাদেশ তার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে?
উ: সিভিল সার্জন।

জাদুঘরে কেন যাব
আনিসুজ্জামান

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) আনিসুজ্জামান কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উ: ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭। কলকাতায়।

২) আনিসুজ্জমান কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক?
উ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩) 'স্বরূপের সন্ধানে' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উ: আনিসুজ্জামান।

জাদুঘরে কেন যাব গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনাটি কোথা থেকে সংকলিত হয়েছে?
উ: শামসুল হোসাইনের সম্পাদনায় প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা 'ঐতিহ্যায়ন' (২০০৩) থেকে।

২) বলধা গার্ডেন কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উ: নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী

৩) বিশ্বের প্রচীন গ্রন্থাগার ও জাদুঘর কোথায় স্থাপিত হয়েছিল?
উ: আলেকজান্দ্রিয়ায়।

৪) বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরের প্রথম ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কে?
উ: আব্দুল মোনায়েম খান।

৫) আব্দুল মোনায়েম খান গভর্নর কোন তত্ত্বে বিশ্বাসি ছিলেন?
উ: দ্বিজাতি তত্ত্ব।

৬) আব্দুল মোনায়েম খান গভর্নর থাকাকালীন কে অর্থমন্ত্রী ছিল?
উ: ড. এম. এন. হুদা।

৭) অর্থমন্ত্রী কাকে উদ্দেশ্য করে বলল "গভর্নর সাহেবের একটা প্রশ্ন আছে।"
উ: লেখক আনিসুজ্জামানকে।

৮) 'জাদু' শব্দটি কোন ভাষার?
উ: ফারসি।

৯) উর্দুতে জাদুঘরকে কী বলে?
উ: আজবখানা।

১০) জাদুঘর শব্দটি –
উ: মিশ্র শব্দ (ফারসি + বাংলা)

১১) গভর্নর মোনায়েম জাদুঘর শব্দের বর্জন করে কোন শব্দটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন?
উ: মিউজিয়াম।

১২) কোথায় বাংলা ভাষায় লেখা ছিল?
উ: ইসা খাঁর কামানের গায়ে।

১৩) কীসের সাথে অশ্রুবিন্দু জড়িয়ে আছে?
উ: জাদুঘরে নীল জাল দেওয়া কড়াই।

১৪) জাতীয় জাদুঘর কীসের পরিচয় বহন করে?
উ: জাতিসত্তার।

১৬) জাতীয় জাদুঘরে গেলে কী উপলব্ধি করা যায়?
উ: জাতির স্বরূপ।
১৭) জাতীয় জাদুঘরে কীসের সন্ধান পাওয়া যায়?
উ: সংস্কৃতির।
১৮) রুশ বিপ্লব কখন সংঘটিত হয়?
উ: ১৯১৭।
১৯) ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয় কখন?
উ: ১৭৮৯।
২০) লুভর মিউজিয়াম কোথায় অবস্থিত?
উ: ফ্রান্স।
২১) 'হার্মিটেজ' বলতে কী বোঝায়?
উ: মঠ।
২২) জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
উ: চট্টগ্রাম।
২৩) 'বঙ্গবন্ধু জাদুঘর' কোথায় অবস্থিত?
উ: ধানমন্ডির আবাসিক এলাকায়।
২৪) বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত বাসভবনকে কত সালে জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়?
উ: ১৯৯৭।
২৫) বিজ্ঞান জাদুঘর কোথায় ?
উ: ঢাকায়?
২৬) সামরিক জাদুঘর কোথায়?
উ: বিজয় সরণিতে।
২৭) বরেন্দ্র জাদুঘর কোথায় ও কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
উ: রাজশাহীতে। ১৯১০।
২৮) বলধা গার্ডেন কোথায় ও কখন প্রতিষ্ঠা হয়?
উ: ঢাকার ওয়ারীতে। ১৯০৯।
২৯) বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর কতসালে এবং কী নামে যাত্রা শুরু করে?
উ: ১৯১৩। ঢাকা জাদুঘর।
৩০) জাতীয় জাদুঘরের প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পালিত হয় কবে?
উ: ২০১৩ সালে।
৩১) 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
উ: জাতীয় চেতনা সঞ্চারণ।

রেইনকোট
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) আখতারুজ্জামান কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ সাল। গাইবান্ধার গোটিয়া গ্রামে মামা বাড়িতে।
২) আখতারুজ্জামান কখন, কোথায় ও কীভাবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ: ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৯৭ সাল। ঢাকায়। ক্যান্সারে।
৩) আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের পিতৃ নিবাস কোথায়?
উ: বগুড়া।
৪) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত ৫ টি গল্পগ্রন্থের নাম লিখুন –
উ: অন্য ঘরে অন্য স্বর, খোয়ারি, দুধেভাতে উৎপাত, দোজখের ওম, জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল।
৫) আখতারুজ্জমান রচিত দুটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম কী?
উ: চিলে কোঠার সেপাই, খোয়াবনামা।
৬) আখতারুজ্জামান রচিত মোট গল্প সংখ্যা কত?
উ: ২৮টি।
৭) আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ কোনটি?
উ: জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল।

রেইনকোট গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) রেইনকোট গল্পটি প্রকাশিত হয় কত সালে?
উ: ১৯৯৫।
২) রেইনকোট গল্পটি কোন গ্রন্থে সংকলিত হয়?
উ: জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল।
৩) রেইনকোট গল্পের পাঠ গ্রহন করা হয়েছে কোথা থেকে?
উ: আখাতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র–১ থেকে।
৪) 'মিসক্রিয়ান্ট' শব্দের অর্থ কী?
উ: দুষ্কৃতকারী।
৫) 'মিসক্রিয়ান্ট' শব্দটি পূর্ব পাকিস্তানের বা বাংলাদেশের জনগণের জন্য কী ধরনের শব্দ?
উ: ইতিবাচক।
৬) ক্রাক ডাউনের রাত বলতে কোন রাতকে বোঝানো হয়েছে?
উ: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের দিবাগত রাত।
৭) কলেজের পিওন ইসহাক কোন ভাষায় কথা বলে?
উ: উর্দু।
৮) মুক্তিফৌজরা কোথায় বোমা ফাটায়?
উ: প্রিন্সিপালের বাড়ির গেটে।
৯) পাকিস্তানেরর শরীরের কাঁটা কী?
উ: শহিদ মিনার।
১০) মিন্টু কত তারিখে যুদ্ধে যান?
উ: ২৩ জুন।
১১) প্রিন্সিপালের নাম কী?
উ: ড. আফাজ আহমেদ।
১২) উর্দুর প্রফেসরের নাম কী?
উ: আকবর সাজিদ।
১৩) প্রিন্সিপাল কাকে তোয়াজ করে চলতেন?
উ: উর্দুর প্রফসরকে।
১৪) নুরুল হুদার স্ত্রীর নাম কী?
উ: আসমা।
১৫) নুরুল হুদার মেয়ের বয়স কত?
উ: আড়াই বছর।
১৬) নুরুল হুদার ছেলের বয়স কত?
উ: পাঁচ বছর।
১৭) শনিবার বৃষ্টি হলে তা কতদিন স্থায়ী হয়?
উ: সাত দিন।
১৮) মঙ্গলবার বৃষ্টি হলে তা কত দিন স্থায়ী হয়?
উ: তিন দিন।
১৯) রেইনকোট গল্পে যেদিন বৃষ্টি শুরু হয়েছিল সেদিন কী বার ছিল?
উ: মঙ্গলবার।
২০) শনি ও মঙ্গলবার ছাড়া অন্য কোন দিন বৃষ্টি হলে তার স্থায়ীত্ব একদিন। এই বাক্যটি কার –
উ: জেনারেল স্টেটমেন্ট।
২১) রেইনকোট গল্পে কোন ঋতু শীত শীত পর্দা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে?
উ: হেমন্ত।
২২) বাদলার সকালে নুরুল হুদার বাড়ির দরজায় কে কড়া নাড়ে?
উ: পিওন ইসহাক।
২৩) দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে নুরুল হুদা কাদের আসার কথা ভেবেছিল?
উ: মিলিটারির।
২৪) কার চিনচিনে গলা গম্ভীর স্বরে হাঁকে?
উ: ইসহাক মিয়ার।
২৫) রেইনকোট গল্পে মিলিটারীর ক্যাম্প কোথায় ছিল?
উ: কলেজের জিমন্যাশিয়ামে।
২৬) মুক্তিযোদ্ধারা কার বাড়ির গেটে বোমা মেরেছিল?
উ: প্রিন্সিপাল ড. আফাজ আহমদের বাড়ির।

২৭) 'ফওরন' শব্দের অর্থ কী?
উ: তাড়াতাড়ি।

২৮) রাস্তায় ঘড়ঘড় করতে থাকা বেবি ট্যাক্সির গর্জন তুলে নুরুল হুদা কার বাড়ির দিকে রওনা দিল?
উ: জিওগ্রাফির প্রফেসরের।

২৯) কাকে দেখে কলেজের সবাই তটস্থ?
উ: পিওন ইসহাককে।

৩০) বর্তমানে ইসহাককে কী বলে চালিয়ে দেওয়া যায়?
উ: খাস চামচা।

মহাজাগতিক কিউরেটর
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) মুহম্মদ জাফর ইকবাল কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উ: ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৫২। সিলেট।

২) লেখকের পৈত্রিক নিবাস কোথায়?
উ: নেত্রকোনা জেলা।

৩) লেখকের প্রথম রচনা কোনটি?
উ: কপোট্রনিক সুখ দুঃখ

৪) লেখকের কিশোর উপন্যাসের নাম লিখুন –
উ: দীপু নাম্বার টু, আমার বন্ধু রাশেদ, আমি তপু।

৫) লেখকের রচিত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লিখুন –
উ: মহাকাশে মহাত্রাস, টুকুনজিল, নিঃসঙ্গ গ্রহচারী, কজন অতিমানবী, ফোবিয়ানের যাত্রী।

মহাজাগতিক কিউরেটর গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের তৃতীয় গ্রহ কোনটি?
উ: পৃথিবী।

২) কিউরেটর শব্দের অর্থ কী?
উ: জাদুঘর রক্ষক।

৩) কোনটি এককোষী প্রাণি?
উ: ভাইরাস।

৪) নিচের কোনটি নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে?
উ: গাছ।

৫) পৃথিবীর সকল প্রাণির প্রাণের মূল হলো –
উ: ডি. এন. এ.

৬) কিউরেটরদ্বয় গাছপালা নেওয়া পক্ষপাতী নয় কেন?
উ: এরা এক জায়গায় স্থীর থাকে।

৭) কোন প্রাণির দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রীত নয়?
উ: সাপ।

৮) সব থেকে পিছিয়ে পড়া প্রাণি কোনটি?
উ: সরীসৃপ।

৯) প্রথম কিউরেটর কোন প্রাণিকে পছন্দ করে?
উ: পাখি

১০) দ্বিতীয় কিউরেটর কাদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত নয়?
উ: পাখি

১১) দ্বিতীয় কিউরেটর কোন ধরনের প্রাণি নিতে চায়?
উ: বুদ্ধিমান প্রাণি।

১২) কোন প্রাণিটি নিজের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে? কেন হারিয়ে ফেলেছে?
উ: কুকুর। পোষমানার কারণে।

১৩) কোন প্রাণির সামাজিক ব্যবস্থা আছে এবং দলগতভাবে সমস্যার সমাধান করে?
উ: মানুষ।

১৪) কোন প্রাণি একা থাকতে পছন্দ করে?
উ: বাঘ।

১৫) সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ ধ্বংস করে ফেলার ব্যবস্থা কারা করে ফেলেছে?
উ: মানুষ।

১৬) কিউরেটরদ্বয় কোন প্রাণির বুদ্ধি নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে?
উ: মানুষ।

১৭) পিঁপড়া নিজের শরীরের তুলনায় কতগুণ বেশি ওজনের জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে পারে?
উ: দশগুণ।

১৮) কোন প্রাণি সামাজিক এবং একতাবদ্ধ?
উ: পিঁপড়া।

১৯) কিউরেটরদ্বয়ের মতে পিঁপড়া –
উ: অত্যন্ত সুবিবেচক।

২০) পিঁপড়া কোন যুগ থেকে টিকে আছে?
উ: ডাইনোসরের যুগ।

নেকলেস
গী দ্য মোপাসাঁ (মূল লেখক)
পূর্ণেন্দু দস্তিদার (অনুবাদক)

লেখক ও অনুবাদক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) গী দ্য মোপাসাঁ কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: ৫ই আগস্ট ১৮৫০, ফ্রান্সের নর্মান্ডি শহরে।

২) গী দ্য মোপাসাঁ এর পেশা ছিল –
উ: সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চা।

৩) পূর্ণেন্দু কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: ২০ জুন ১৯০৯, চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রাম।

নেকলেস গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১. নেকলেস গল্পের ফারসি নাম কী?
উ: La Parure

২. নেকলেস গল্পটি 'La Parure ' নামে কখন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উ: ১৮৮৪ সালে, La Gaulois পত্রিকায়।

৩. নেকলেস গল্পটি কোন গল্পের অন্তর্গত?
উ: নেকলেস।

৪. "সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী।" কে?
উ: মাদাম লোইসেল।

৫. মাদাম লোইসেলের কার সাথে বিয়ে হয়?
উ: শিক্ষা পরিষদের অফিসের কেরানীর সাথে।

৬. ফ্রান্সে পুরুষদের সম্মান জানিয়ে কী সম্বোধন করা হয়?
উ: মসিয়ে

৭. ফ্রান্সে মহিলাদের সম্মান জানিয়ে কী সম্বোধন করা হয়?
উ: মাদাম।

৮. ইউরোপ – আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু দেশে কোন নৃত্য প্রচলিত?
উ: বল নৃত্য।

৯. স্যাটিন কী?
উ: মসৃণ ও চকচকে রেশমি বস্ত্র।

১০. মাদাম লোইসেলের মনে সর্বদাই দুঃখ থাকতো কেন?
উ: দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়ায়।

১১. কোন বস্তু লোইসেলের কাছে প্রিয়?
উ: জড়োয়া গহনা।
১২. "তার ধারণা ঐসবের জন্যই তার সৃষ্টি।" মাদাম লোইসেল সম্পর্কে কীসের কথা বলা হচ্ছে?
উ: সাজসজ্জা।
১৩. মাদাম লোইসেলের ধারণা, কোন ধরনের বস্তুর জন্য তার জন্ম হয়েছে?
উ: সুরুচিপূর্ণ।
১৪. খামের ভিতর কী ছিল?
উ: জনশিক্ষা মন্ত্রীর আমন্ত্রণ পত্র।
১৫. মাদাম লোইসেল আমন্ত্রণ পত্রটি পেয়ে কী করেছিল?
উ: নিক্ষেপ করেছিল?
১৬. মাদাম লোইসেল আমন্ত্রণে যেতে চায় নি কেন ?
উ: চাহিদামাফিক পোশাক না তাকায়।
১৭. মাদাম লোইসেলের স্বামীর কাছে কীসের টাকা সঞ্চয় করা ছিল?
উ: বন্দুক কেনার
১৮. বন্দুক কেনার জন্য কত টাকা সঞ্চয় করা ছিল?
উ: চারশত ফ্রাঁ।
১৯. মাদাম লোইসেল কে তার স্বামী পোশাক কেনার জন্য কত টাকা দিয়েছিল?
উ: চারশত ফ্রাঁ।
২০. ফ্রাঁ কী?
উ: ফ্রান্সের মুদ্রার নাম (বর্তমান মুদ্রা – ইউরো)
২১. পোশাক কেনার পরও মাদাম লোইসেলের মন খারপ ছিল কেন?
উ: মণিমুক্তা না থাকায়।
২২. "আমার কোন মণিমুক্তা , একটি দামি পাথর কিছুই নেই যা দিয়ে আমি নিজেকে সাজাতে পারি।" এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে –
উ: অধমতা।
২৩. ২ – ৩ টি চমৎকার গোলাপ ফুল পাওয়া যায় কয় ফ্রাঁতে?
উ: দশ ফ্রাঁ
২৪. মাদাম লোইসেল কার কাছ থেকে গহনা ধার নেয়?
উ: মাদাম ফোরস্টিয়ার।
২৫. হীরার হারটি কেমন ধরণের বাক্সে ছিল?
উ: স্যাটিনের।
২৬. অনুষ্ঠানে কার জয়জয়াকার ছিল?
উ: মাদাম লোইসেলের।
২৭. সব পুরুষ মাদাম লোইসেলের দিকে লক্ষ করছিল কেন?
উ: সে সুদর্শনা, হাস্যময়ী ও সুরুচিপূর্ণ ছিল।
২৮. মাদাম লোইসেলের সাথে নৃত্য করতে চাইছিল কারা?
উ: মন্ত্রীসভার সব সদস্য।
২৯. মন্ত্রীসভার সব সদস্য মাদাম লোইসেলের সাথে কী ধরণের নৃত্য করতে চাইছিল?
উ: ওয়ালটজ নৃত্য।
৩০. কে মাদাম লোইসেলের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিল?
উ: জনশিক্ষামন্ত্রী।

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উঃ ১৮২৪খ্রিঃ, ২৫ জানুয়ারি। যশোর জেলার সাগরদাড়ি গ্রামে।
প্রশ্ন ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত কখন ও কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উঃ ১৮৭৩ খ্রিঃ, ২৯ জুন। কলকাতার আলিপুর হাসপাতাল।
প্রশ্ন ঃ কাকে আধুনিক বাংলা কবিতার জনক বলা হয়?
উঃ মাইকেল মধুসূদন দত্তকে।
প্রশ্ন ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মাইকেল' নামটি কখন যুক্ত হয়?
উঃ খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহনের পর।
প্রশ্ন ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত কখন খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহন করেন?
উঃ ১৮৪৩ খ্রিঃ, ৯ ফেব্রুয়ারি।
প্রশ্ন ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত কতটি ভাষা জানতেন?
উঃ ১৩/১৪ টি।
প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের কোন সাহিত্যিক ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তীব্র অনুরাগী হয়েছিলেন?
উঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
প্রশ্ন ঃ মাকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উঃ The captive lady।
প্রশ্ন ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম বাংলা কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উঃ তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০খ্রিঃ)।
প্রশ্ন ঃ বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন কে?
উঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।
প্রশ্ন ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ কোনটি?
উঃ তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০খ্রিঃ)।
প্রশ্ন ঃ বাংলা সাহিত্যের কোন গ্রন্থে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়?
উঃ পদ্মাবতী নাটকে।
প্রশ্ন ঃ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট সংকলন কোনটি?
উঃ চতুর্দশপদী কবিতাবলী।
প্রশ্ন ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন কবি অনুসরনে সনেট রচনা করেন?
উঃ ইতালীয় কবি পেত্রার্ক ও শেক্সপীয়র।
প্রশ্ন ঃ বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য কোনটি?
উঃ বীরাঙ্গনা।
প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব পদাবলীর আধুনিক পরিণতি কোনটি?
উঃ ব্রজাঙ্গনা কাব্য।
প্রশ্ন ঃ বঙ্গভাষা ও কপোতাক্ষ নদ মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন ধরনের রচনা?
উঃ সনেট।
প্রশ্ন ঃ বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য কোনটি?
উঃ মেঘনাদবধ।
প্রশ্ন ঃ মেঘনাদবধ কোন ছন্দে রচিত?
উঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে।
প্রশ্ন ঃ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক কোনটি?
উঃ শর্মিষ্ঠা।
প্রশ্ন ঃ বাংলা সাহিত্যর প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক কোনটি?
উঃ কৃষ্ণকুমারী।
প্রশ্ন ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ নাটক কোনটি?
উঃ কৃষ্ণকুমারী।
প্রশ্ন ঃ বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন কোনটি?
উঃ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
উ: মেঘনাদ বধ।
২) মেঘনাদবধ কাব্যটি কোনটি অবলম্বনে রচিত?
উ: রামায়ণ (রামায়ণ রচনা করেন – বাল্মীকি)
৩) 'মেঘনাদবধ' কাব্যটি কয় স্বর্গে বা কত অধ্যায়ে রচিত?
উ: নয়টি।
৪) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কোন স্বর্গ থেকে সংকলিত হয়েছে?
উ: ষষ্ঠ

৫) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
উঃ অমরবৃত্ত।

৬) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটিতে কতটি পর্ব রয়েছে?
উঃ ২ টি।

৭) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটির প্রতিটি চরণে কতটি মাত্রা রয়েছে?
উঃ ১৪ টি।

৮) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটির প্রথম পর্ব কয় মাত্রার?
উঃ ৮ মাত্রার।

৯) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটির দ্বিতীয় পর্ব কয় মাত্রার?
উঃ ৬ মাত্রার।

১০) রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর এবং রামের ভক্ত কে?
উঃ বিভীষণ

১১) অরিন্দম বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে ?
উঃ মেঘনাদকে।

১২) রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ বা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ কে?
উঃ রাবণ

১৩) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় তাত বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উঃ পিতৃব্য অর্থাৎ চাচা অর্থে। (তাত শব্দের মূল অর্থ – পিতা)।

১৪) রাবণের মায়ের নাম কী?
উঃ নিকষা

১৫) 'কুম্ভকর্ণ' কে ?
উঃ রাবণের মধ্যম সহোদর।

১৬) বাসববিজয়ী বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
উঃ মেঘনাদকে।

১৭) মেঘনাদের অপর নাম কী?
উঃ ইন্দ্রজিৎ

১৮) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় "তস্কর" বলতে বোঝানো হয়েছে –
উঃ চোর।

১৯) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় তিরস্কার অর্থে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে?
উঃ গঞ্জি।

২০) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় "আহব" অর্থ কী?
উঃ যুদ্ধ

২১) "ধীমান" শব্দের অর্থ কী?
উঃ ধীসম্পন্ন, জ্ঞানী।

২২) রাঘব কে ?
উঃ রামচন্দ্র।

২৩) রাঘবদাস কে?
উঃ রামচন্দ্রের আজ্ঞাবহ বিভীষণ।

২৪) রাবণের পুত্র "রাবণি" বলতে কাকে বোজানো হয়েছে?
উঃ মেঘনাদকে।

২৫) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় "শৈবালদলের ধাম" বলতে বোঝানো হয়েছে –
উঃ পুকুর। বদ্ধ জলাশয়।

২৬) 'মৃগেন্দ্র' শব্দের অর্থ কী?
উঃ সিংহ

২৭) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'সৌমিত্রি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
উঃ লক্ষণ।

২৮) লক্ষণ বা সৌমিত্রির মায়ের নাম কী?
উঃ সুমিত্রা।

২৯) শ্রেষ্ঠ বীরদের আচরণ-প্রথা বলতে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
উঃ মহারথী প্রথা।

৩০) মেঘনাদ এর যজ্ঞস্থান কোথায়?
উঃ লঙ্কাপুরীতে।

৩১) ইষ্টদেবতা বৈশ্বানর বা অগ্নিদেবের পূজারত অবস্থায় লক্ষণের হাতে মেঘনাদ কোথায় নিহত হয়?
উঃ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার (লঙ্কাপুরী)।

৩২) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'প্রগলভে' শব্দটির অর্থ কী?
উঃ নির্ভীক চিত্তে।

৩৩) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'নন্দন – কানন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উঃ স্বর্গের উদ্যান।

৩৪) মন্ত্রপূত সাপ যেমন মাথা নত করে বলতে কী বোঝানো হয়েছে –
উঃ নম্রশিরঃ ফণী।

৩৫) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' 'মজাইলা' অর্থ –
উঃ বিপদগ্রস্ত করলে।

৩৬) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' 'তেঁই' অর্থ কী?
উঃ তজ্জন্য। সেহেতু।

৩৭) 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'রাগান্বিত হলো' অর্থে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
উঃ রুষিলা।

৩৮) বাসবত্রাস কে?
উঃ মেঘনাদ।

৩৯) 'মন্দ্র' শব্দের অর্থ কী?
উঃ শব্দ। ধ্বনি।

৪০) জীমূতেন্দ্র বলতে বোঝানো হয়েছে –
উঃ মেঘের ডাক বা আওয়াজ।

ঐকতান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐকতান কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) "একতান" কবিতাটি কোথা থেকে সংকলিত হয়েছে?
উঃ জন্মদিনে কাব্যগ্রন্থ থেকে।

২) 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের কততম কবিতাটি 'একতান'?
উঃ ১০।

৩) কবির মৃত্যুর কতমাস আগে এবং কখন 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়?
উঃ চার মাস আগে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখে।

৪) কখন এবং কোন পত্রিকায় 'ঐকতান' কবিতাটি প্রকাশিত হয়?
উঃ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে প্রবাসী পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায়।

৫) 'ঐকতান' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
উঃ প্রবহমান অমরবৃত্ত।

৬) 'ঐকতান' কবিতায় কোন মাত্রার পর্ব অধিক দেখা যায়?
উঃ ৮ + ৬ এবং ৮ + ১০ মাত্রার পর্ব।

৭) কবিতায় কয় মাত্রার অসমপর্ব রয়েছে?
উঃ ৯ মাত্রার।

৮) কবিতায় অপূর্ণ পর্ব ব্যবহার হয়েছে কয় মাত্রার?
উঃ ৩ ও ৪ মাত্রার।

৯) কবিতায় 'নারীবাচক শব্দ' শব্দ কোনটি? এই শব্দ দিয়ে কাকে বোঝানো হয়েছে?
উঃ বিপুলা। পৃথিবীকে।

১০) কবিতায় 'স্বরসাধনা' বলতে বোঝানো হয়েছে –
উঃ সুর ও সংগীত সাধনা।

১১) কবির মতে স্বরসাধনার কোথায় মাটিতে রয়েছে?
উঃ কাব্যসংগীতে।

১২) সাহিত্যের ঐকতান বলতে কবি বুঝিয়েছেন –
উঃ সাহিত্য সুর।

১৩) সম্মানবঞ্চিত এবং বিচ্ছিন্ন সমাজ কোনটি?
উ: ব্রাত্যজনতা।

১৪) সংকীর্ণ জানালা দিয়ে কী দেখা যায় না ?
উ: বৃহত্তর সমাজ ও জীবন।

১৫) কবি মাঝে মাঝে কোথায় উঁকি দিয়েছেন?
উ: ব্রাত্য মানুষের পাড়ায়।

১৬) নানা সীমাবদ্ধতার কারণে কবি কাদের সাথে ভালোভাবে সংযোগ ঘটাতে পারেন নি?
উ: ব্রাত্য মানুষের সাথে।

১৭) কী করতে না পারলে শিল্পীর সৃষ্টি কৃত্রিম পণ্যে পরিণত হয়?
উ: জীবনের সাথে জীবনের সংযোগ।

১৮) 'ব্রাত্য' বলতে বোঝানো হয়েছে –
উ: প্রান্তিক মানুষকে।

১৯) রবীন্দ্রনাথ অখ্যাত মানুষের, অব্যক্ত মনের জীবনকে আবিষ্কার করার জন্য কাকে আহ্বান করছেন?
উ: অনাগত কবিকে।

২০) সাহিত্যের ভুবন কেন আনন্দহীন ঊষর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে?
উ: জেলে-তাঁতি প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষ সাহিত্যের বিষয়সভায় উপেক্ষার কারণে।

২১) দুঃখ-সুখ সহ্য করা নির্বাক মানুষ, যারা এগিয়ে চলা পৃথিবীতে এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। তাদেরকে বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ কোন শব্দটি ব্যবহার করেন?
উ: মূক (মূক অর্থ – নির্বাক, বোবা।)

২২) কবি ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়েন কেন?
উ: ক্ষোভে

২৩) কবি কীভাবে চিত্রময়ী বাণী কুড়িয়ে আনে?
উ: অব্যয় উৎসাহে।

২৪) কবি ভিক্ষালব্ধধনে কী পূরণ করে?
উ: জ্ঞানের দীনতা।

২৫) রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কীসের কবি বলেছেন?
উ: পৃথিবীর।

২৬) বিশাল বিশ্বের আয়োজনে কবির মন কোথায় পড়ে রয়েছে?
উ: ক্ষুদ্র এক কোণে।

২৭) কোথায় ফাঁক রয়েছে ?
উ: স্বরসাধনায়।

২৮) কোথায় নানা কবি গান ঢালে নানা দিক হতে?
উ: প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে।

২৯) যে সব কবি প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে নানা দিক থেকে গান ঢালে তাদের সবার সাথে সংযোগ করে কবি কী লাভ করে?
উ: আনন্দের ভোগ।

৩০) চাষি খেতে কী চালায়?
উ: হাল।

সাম্যবাদী
কাজী নজরুল ইসলাম

সাম্যবাদী কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১) 'নজরুল রচনাবলী' সম্পাদনা করেন কে?
উ: আবদুল কাদির।

২) 'সাম্যবাদী' কবিতাটি কোথা থেকে সংকলিত হয়েছে?
উ: নজরুল রচনাবলীর প্রথম খণ্ড।

৩) 'সাম্যবাদী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের কবিতা?

৪) 'সাম্যবাদী' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়?
উ: ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে।

৫) নজরুল কেমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান?
উ: অসাম্প্রদায়িক।

৬) নজরুল সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করবেন কীভাবে?
উ: সাম্যের গান গেয়ে।

৭) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি কী?
উ: মানুষ হিসেবে পরিচিত হওয়া।

৮) মানুষ কোনটিকে ব্যবহার করে রাজনীতি করছে ও মানুষকে শোষণ করছেন?
উ: সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে।

৯) মানুষ কীসের দোহাই দিয়ে মানুষকে পরস্পর থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে?
উ: ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী

১০) ধর্মগ্রন্থ উপলব্ধি করতে প্রয়োজন?
উ: প্রগাঢ় মানবিকতাবোধ।

১১) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ কোনটি?
উ: মানুষের হৃদয়।

১২) 'প্রতীতি' শব্দের অর্থ কী?
উ: জ্ঞান।

১৩) জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতালম্বী জাতি কোনটি?
উ: জৈন।

১৪) ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম নৃগোষ্ঠী কোনটি?
উ: সাঁওতাল, ভীম।

১৫) 'কনফুসিয়াস' কে?
উ: চীনা দার্শনিক।

১৬) 'চার্বাক' কে?
উ: একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও মুনি। তিনি বেদ, আত্মা, পরলোক ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ছিলেন না।

১৭) পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
উ: আবেস্তা।

১৮) পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ভাষার নাম কী?
উ: জেন্দা

১৯) বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষদের নজরুল কী বলেছেন?
উ: যুগাবতার।

২০) কবিতায় 'দেউল' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?
উ: দেবালয়। মন্দির।

২১) 'ঝুট' শব্দের অর্থ কী?
উ: মিথ্যা।

২২) নীলযুক্ত পাহাড় বা জগন্নাথক্ষেত্র বলতে কবি কোন শব্দটি ব্যবহার করেছেন?
উ: নীলাচল।

২৩) ফিলিস্তিনে অবস্থিত মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নিকট সমভাবে পুণ্যস্থান কোনটি?
উ: জেরুজালেম বা বায়তুল মোকাদ্দাস।

২৪) কবিতায় বাঁশির কিশোর বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
উ: শ্রীকৃষ্ণকে।

২৫) কবিতায় শাক্যমুনি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
উ: বুদ্ধদেব।

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে
জীবনানন্দ দাস

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১) জীবনানন্দ দাস কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উ: ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ সালে বরিশালে।

২) জীবনানন্দ দাস কখন, কোথায় এবং কীভাবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ: ২২এ অক্টোবর, ১৯৫৪ সালে কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায়।

৩) জীবনানন্দ দাসের মায়ের নাম কী?
উ: কুসুমকুমারী দাশ।
৪) জীবনানন্দ দাস কর্মজীবনে কী ছিলেন?
উ: ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক।
৫) জীবনানন্দ দাসের কাব্যবৈশিষ্ট্যকে কে 'চিত্ররূপময়' বলেছিলেন?
উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬) জীবনানন্দ দাসকে কে 'নির্জনতম কবি' বলেছিলেন কে?
উ: বুদ্ধদেব বসু।
৭) কাকে তিমির হননের কবি এবং রূপসী বাংলার কবি বলা হয়?
উ: জীবনানন্দ দাসকে।
৮) জীবনানন্দ দাস রচিত কাব্যগ্রন্থের নামগুলো লিখুন –
উ: ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, বেলা অবেলা কালবেলা, রূপসী বাংলা।
৯) জীবনানন্দ দাস রচিত দুটি প্রবন্ধের নাম লিখুন –
উ: কেন লিখি, কবিতার কথা
১০) জীবনানন্দ দাস রচিত বিখ্যাত দুটি উপন্যাসের নাম লিখুন–
উ: মাল্যবান, সুতির্থ।

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) কবির মতে এই পৃথিবীর সুন্দর স্থান কোনটি?
উ: বাংলাদেশ।
২) 'নাটা' শব্দের অর্থ কী?
উ: লতাকরঞ্জ; গোলাকার ক্ষুদ্র ফল বা তার বীজ।
৩) কবিতায় বারুণী কে?
উ: বরুণানী।বরুণের স্ত্রী। জলের দেবী।
৪) যে রমণীর চোখ আয়ত ও টানাটানা তাকে বলা হয় -
উ: বিড়ালাক্ষী (এখানে দেবী দুর্গার কথা বলা হয়েছে)
৫) 'সুদর্শন' কী?
উ: এক ধরনের পোকা।
৬) কবি আশীর্বাদ অর্থে কোন শব্দটি ব্যবহার করেছেন –
উ: বর।
৭) সবুজ ডাঙা ভরে আছে কীসে?
উ: মধুকুপী ঘাসে।
৮) ডাঙা মূলত কীসের নাম?
উ: লতা
৯) নাটার রঙের মতো অরুণ জাগছে –
উ: ভোরের মেঘে।
১০) অশ্বত্থ কীসের নাম?
উ: গাছ।
১১) 'বারুণী' কোথায় থাকে?
উ: গঙ্গা সাগরের বুকে।
১২) কে কর্ণফুলী ধলেশ্বরীকে অবিরল জল দেয়?
উ:বরুণ
১৩) 'জলাঙ্গী' শব্দের অর্থ কী?
উ: নদী।
১৪) পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল কে?
উ: শঙ্খচিল।
১৫) ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট কী?
উ: লক্ষ্মীপেঁচা।
১৬) লেবুর শাখা কোথায় নুয়ে থাকে?
উ: ঘাসের উপর।
১৭) কোন অবস্থায় লেবুর শাখা ঘাসের উপর নুয়ে থাকে?
উ: অন্ধকারে।
১৮) সুদর্শন উড়ে যায় কোথায়?
উ: সন্ধ্যার অন্ধকার বাতাসে।
১৯) রূপসীর শরীরে কী লাগে থাকে?
উ: হলুদ শাড়ি।
২০) কবিতায় যে রূপসীর কথা বলা হয়েছে তার নাম কী?
উ: শঙ্খমালা।

তাহারেই পড়ে মনে
সুফিয়া কামাল

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

প্রশ্ন ঃ সুফিয়া কামাল কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উঃ ১৯১১খ্রিঃ বরিশালের শায়েস্তাবাদ।
প্রশ্ন ঃ সুফিয়া কামাল কখন ও কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উঃ ১৯৯৯খ্রিঃ ঢাকায়।
প্রশ্ন ঃ সুফিয়া কামালের পৈত্রিক নিবাস কোথায়?
উঃ কুমিল্লা।
প্রশ্ন ঃ কোন মহিলা কবি নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ?
উঃ সুফিয়া কামাল।
প্রশ্ন ঃ কোন পরিবেশে সুফিয়া কামাল সাহিত্য চর্চা করেছেন?
উঃ বিরুদ্ধ পরিবেশে।
প্রশ্ন ঃ সুফিয়া কামালের উপাধি কী?
উঃ জননী সাহসিকা।
প্রশ্ন ঃ সুফিয়া কামাল কোন ধারার কবি?
উঃ রবীন্দ্র কাব্যধারার গীতিকবি।
প্রশ্ন ঃ সুফিয়া কামালের প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
উঃ কেয়ার কাঁটা।
প্রশ্ন ঃ সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উঃ সাঝের মায়া।
প্রশ্ন ঃ ইতল বিতল এবং নওল কিশোরের দরবারে সুফিয়া কামালের কোন ধরনের রচনা?
উঃ শিশুতোষ রচনা।
প্রশ্ন ঃ অভিযাত্রিক এবং রূপসি বাংলা সুফিয়া কামালের কোন ধরনের রচনা?
উঃ কাব্য।
প্রশ্ন ঃ 'একাত্তরের ডায়েরী' কার রচনা? উঃ সুফিয়া কামাল।
প্রশ্ন ঃ 'কেয়ার কাঁটা' সুফিয়া কামালের কোন ধরনের রচনা?
উঃ গল্পগ্রন্থ।

শব্দার্থ ঃ

বরিয়া	–	বরণ করে।
লবে	–	নেবে।
সমীর	–	বাতাস।
উন্মনা	–	অন্যমনস্ক, অনুৎসুক।
অলখ	–	অলক্ষ, দৃষ্টির অগোচর।
পাথার	–	সমুদ্র।
লহ	–	নাও।
বসন্ত বন্দনা	–	বসন্ত ঋতুকে স্তুতি।
হেলায়	–	অবজ্ঞা ভরে। অবহেলা করে।
পুষ্পারতি	–	ফুলের বন্দনা বা নিবেদন।
মাধবী	–	বাসন্তী ফুল বা তার ফুল।
অর্ঘ্যবিরচন	–	অঞ্জলি বা উপহার রচনা।
বিমুখতা	–	অনাগ্রহ । বিরূপ ভাব।
কুহেলি	–	কুয়াশা।
উত্তরী	–	চাদর। উত্তরীয়।

তাহারেই পড়ে মনে কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির প্রথম লাইন কোনটি?
উঃ "হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,

২) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির শেষ লাইন কোনটি?
উঃ রিক্ত হস্তে ! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোন মতে।

৩) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ফলের নাম উল্লেখ আছে?
উঃ বাতাবি এবং আম।

৪) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ঋতুর নাম উল্লেখ আছে?
উঃ বসন্ত।

৫) 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন কোন মাসের নাম উল্লেখ আছে?
উঃ ফাল্গুন ও মাঘ।

৬) কবির মন আজ কেমন প্রকৃতির?
উঃ উদাসীন।

৭) শীতকে কবি কীসের সাথে তুলনা করেছেন?
উঃ সন্ন্যাসী।

৮) কবির কার কথা মনে পড়ে?
উঃ শীত ঋতু। (স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন)

সেই অস্ত্র
আহসান হাবীব

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১) আহসান হাবীব কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উঃ ২ জানুয়ারি, ১৯১৭ সালে পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে।

২) ভাগ্যান্বেষণের জন্য আহসান হাবীব কোথায় গিয়েছিলেন?
উঃ কলকাতায়।

৩) কবি ১৯৬৪ সালে কোন পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন?
উঃ দৈনিক বাংলা (তৎকালীক দৈনিক পাকিস্তান)।

৪) আহসান হাবীব রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম লিখুন –
উঃ রাত্রিশেষ, ছায়াহরিণ, সারাদুপুর, মেঘ বলে চৈত্রে যাবো, দুই হাতে দুই আদিম পাথর, বিদীর্ণ দর্পণে মুখ।

সেই অস্ত্র কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১) 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
উঃ অন্ত্যমিলহীন অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

২) 'সেই অস্ত্র' কবিতার পর্ব বিন্যাস কেমন?
উঃ অসম।

৩) 'সেই অস্ত্র' কবিতার গঠন বৈশিষ্ট্য কেমন?
উঃ অনাড়ম্বর সহজ গতিময়তা।

৪) কবি আহসান হাবীব সেই অস্ত্র বলতে বুঝিয়েছেন –
উঃ ভালবাসা ও শান্তি।

৫) নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উঃ যুদ্ধে ব্যবহৃত ক্ষেপনাস্ত্র।

৬) মানব বসতির বুকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে বিকৃত। এখানে কোন বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে?
উঃ যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং অনিবার্য ক্ষতি।

৭) কবি মনে কোন স্মৃতি ভাসে?
উঃ জাপানের হিরোশিমা – নাগাসাকিতে ঘটে যাওয়া নৃশংসতা।

৮) যুদ্ধের নির্মমতার এক চিরায়ত দৃষ্টান্ত কোনটি?
উঃ ট্রয়নগরী।

৯) কোন যুক্তি ছাড়াই নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার অহংকারী মনোভাবকে কী বলে?
উঃ জাত্যভিমান।

১০) কবি কীসের প্রতিশ্রুতি দিতে বলেছেন?
উঃ সভ্যতার।

১১) অস্ত্র উত্তোলিত হলে কী সবুজ হবে?
উঃ অরণ্য।

১২) অস্ত্র উত্তোলিত হলে আরও কল্লোলিত হবে কী এবং পাখিরা কোথায় ঘুমোবে?
উঃ নদী। নীড়ে।

১৩) অস্ত্র উত্তোলিত হতে কোথায় আগুন জ্বলবে না?
উঃ ফসলের মাঠে।

১৪) অস্ত্র উত্তোলিত হলে কী খাঁ খাঁ করবে না?
উঃ গৃহস্থালি।

১৫) অস্ত্র কেমন হলে নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না কখন?
উঃ অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে। (মূলত কবি এখানে ভালবাসাকে বিস্তৃত করতে বলেছেন)।

১৬) মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত কত লোককে পঙ্গু–বিকৃত করে?
উঃ লক্ষ লক্ষ।

১৭) সেই অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে কোথায় মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত কত লোককে পঙ্গু–বিকৃত করবে না?
উঃ মানব বসতির বুকে।

১৮) কোথায় পঙ্গু–বিকৃতরা আর্তনাদ করে?
উঃ আমাদের চেতনাজুড়ে।

১৯) ঘৃণা, বিদ্বেষ অহংকার এবং জাত্যভিমানকে বার বার পরাজিত করতে কবি কোন অস্ত্রকে প্রত্যাশিত করেন?
উঃ অবিনাশী অস্ত্র।

২০) অস্ত্র আধিপত্যের লোভে কী করে?
উঃ নিশ্চিহ্ন করে।

আঠারো বছর বয়স
সুকান্ত ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

প্রশ্ন : সুকান্ত ভট্টাচার্য কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উঃ ১৯২৬ খ্রিঃ, কলকাতার কালিঘাটে।

প্রশ্ন : সুকান্ত ভট্টাচার্য কখন ও কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উঃ ১৯৪৭ খ্রিঃ

প্রশ্ন : সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়স ও কীভাবে মারা যায়?
উঃ ২০ বছর ৯ মাস (২১), যক্ষা রোগে।

প্রশ্ন : সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উঃ গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায়।

প্রশ্ন : কোন কবি ফ্যাসিবিরোধি লেখক সংঘের পক্ষে 'অরণি' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন?
উঃ সুকান্ত ভট্টাচার্য।

প্রশ্ন ঃ সুকান্ত ভট্টাচার্যকে কী বলা হয়?
উঃ কিশোর কবি।
প্রশ্ন ঃ সুকান্তের কবিতায় কোন বিষয়টি প্রকাশ পায়?
উঃ শোষিত মানুষের জীবন যন্ত্রণা, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের হুঙ্কার।
প্রশ্ন ঃ সুকান্তের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ কোনটি ও কতসালে প্রকাশিত হয়?
উঃ ছাড়পত্র, ১৯৪৮।
প্রশ্ন ঃ কাকে রবীন্দ্র – নজরলোত্তর যুগের বিদ্রোহী তরুণ কবি বলা হয়?
উঃ সুকান্ত ভট্টাচার্যকে।

আঠারো বছর বয়স কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

প্রশ্ন ঃ 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রথম লাইন কোনটি?
উঃ আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ।
প্রশ্ন ঃ 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার শেষ লাইন কোনটি?
উঃ এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ॥
প্রশ্ন ঃ আঠারো বছর বয়স মাথা তোলবার ঝুঁকি নেয় কেন?
উঃ স্পর্ধায়।
প্রশ্ন ঃ আঠারো বছর বয়স কীভাবে পাথর ভাঙতে চায়?
উঃ পদাঘাতে।
প্রশ্ন ঃ আঠারো বছর বয়স কীসের মতো চলে?
উঃ বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো।
প্রশ্ন ঃ আঠারো বছর বয়স আত্মাকে সঁপে কেন?
উঃ শপথের কোলাহলে।
প্রশ্ন ঃ অসহ্য যন্ত্রণা কোথায়?
উঃ তাজা তাজা প্রাণে।
প্রশ্ন ঃ আঠারো বছর বয়সের ক্ষেত্রে কোনটি ঠিক?
উঃ তীব্র আর প্রখর।
প্রশ্ন ঃ আঠারো বছর বয়সের ক্ষেত্রে তীব্র আর প্রখর কী?
উঃ প্রাণ।
প্রশ্ন ঃ আঠারো বছর বয়স কোথায় তুফান ছোটায়?
উঃ পথে প্রান্তরে।
প্রশ্ন ঃ ক্ষত – ক্ষিত হয় সহস্র প্রাণ। – কখন?
উঃ দুর্যোগে।
প্রশ্ন ঃ আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে কেমন?
উঃ অবিশ্রান্ত।
প্রশ্ন ঃ আঠারো বছর বয়স থরোথরো কাঁপে কেন?
উঃ বেদনায়।
প্রশ্ন ঃ আঠারো বছর বয়স কীভাবে বাঁচে?
উঃ দুর্যোগে আর ঝড়ে।
প্রশ্ন ঃ আঠারো বছর বয়স কখন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে?
উঃ বিপদের মুখে।
প্রশ্ন ঃ আঠারো বছর বয়সের ক্ষেত্রে কোনটি ঠিক নয়?
উঃ ভীরু আর কাপুরুষ।
প্রশ্ন ঃ আঠারো বছর বয়সে কী নেই?
উঃ সংশয়।
প্রশ্ন ঃ 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা অনুসারে কবির প্রার্থনা কী?
উঃ এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
প্রশ্ন ঃ কোন বয়স মানবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়?
উঃ আঠারো বছর বয়স।
প্রশ্ন ঃ 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা' – এখানে 'অসহ্য যন্ত্রণা' দ্বারা তরুণদের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
উঃ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা।
প্রশ্ন ঃ 'এ বয়স কালো লক্ষ নীর্ঘশ্বাসে' – চরণটি কোন দিকটি ইঙ্গিত করেছে?
উঃ ব্যর্থতা।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
শামসুর রাহমান

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

প্রশ্ন ঃ শামসুর রাহমান কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উঃ ১৯২৯ খ্রিঃ, ঢাকায়।
প্রশ্ন ঃ শামসুর রাহমান কখন ও কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উঃ ১৭ আগস্ট ২০০৬।
প্রশ্ন ঃ শামসুর রাহমান এর পৈত্রিক নিবাস কোথায়?
উঃ নরসিংদী জেলার পাড়াতলী গ্রামে।
প্রশ্ন ঃ নাগরিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলন কার কবিতায় রূপায়িত হয়েছে?
উঃ শামসুর রাহমানের।
প্রশ্ন ঃ কর্মজীবনে শামসুর রাহমান কী ছিলেন?
উঃ সাংবাদিক।
প্রশ্ন ঃ তিনি কোন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন?
উঃ মর্নিং নিউজ, দৈনিক বাংলা।
প্রশ্ন ঃ প্রায় এক দশক ধরে শামসুর রাহমান কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উঃ দৈনিক বাংলা।
প্রশ্ন ঃ শামসুর রাহমান কতটি গ্রন্থ রচনা করেন?
উঃ চল্লিশটিরও বেশি।
প্রশ্ন ঃ 'মজলুম আদিব' কার ছদ্মনাম?
উঃ শামসুর রাহমান।
প্রশ্ন ঃ এলাটিং বেলাটিং, ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো – শামসুর রাহমানের কোন ধরনের রচনা?
উঃ শিশুতোষ রচনা।
প্রশ্ন ঃ অক্টোপাস – শামসুর রাহমানের কোন ধরনের রচনা?
উঃ উপন্যাস।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কোথা থেকে চয়ন করা হয়েছে?
উ: 'নিজ বাসভূমে'।
২) সংগ্রামী চেতনার কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, গণজাগরণের কবিতা কোনটি?
উ: 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯'।
৩) কবির কাছে কৃষ্ণচূড়ার ফুলকে কী মনে হয়?
উ: ভাষা শহিদদের রক্তের বুদ্বুদ।
৪) কবি কোনটিকে আমাদের চেতনার রঙের সাথে মিলাতে চান?
উ: একুশের কৃষ্ণচূড়া।
৫) কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে কোন প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন?
উ: কমলবন।
৬) ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পিছনে যে আন্দোলনটির অনুপ্রেরণা রয়েছে –
উ: ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
৭) আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. শামসুজ্জোহা প্রমুখ কোন আন্দোলনে মৃত্যুবরণ করেন?
উ: ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান।
৮) ১৯৫২ তে প্রাণ দেওয়া সালাম এবং বরকতকে ১৯৬৯ এ কবি কীভাবে দেখিয়েছেন?
উ: প্রতীকি ভাবে।
৯) সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ। এখানে ফুল বলতে বোঝানো হয়েছে –
উ: বাংলা ভাষা।

৩০) শহরের পথে কৃষ্ণচূড়া কীভাবে ফুটেছে?
উ: থরে থরে
৩১) কৃষ্ণচূড়া কী অবস্থায় রয়েছে?
উ: নিবিড় হয়ে।
৩২) কোথায় যেতে যেতে কৃষ্ণচূড়াকে মনে হয় শহিদদের রক্তের বুদ্বুদ?
উ: মিছিলে বা একা হেঁটে যেতে।
৩৩) কৃষ্ণচূড়া ফুল কেমন গন্ধে ভরপুর?
উ: স্মৃতিগন্ধে।
৩৪) যে রং সন্ত্রাস আসে সে রং কোন রং এর বিপরীত?
উ: আমাদের চেতনার রং।
৩৫) কোন রং ভাল লাগে না?
উ: যে রং সন্ত্রাস আনে।
৩৬) যে রং সন্ত্রাস আনে প্রাত্যাহিকতায় আমাদের মনে সকাল সন্ধ্যায় তা কোথায় ছেয়ে গেছে?
উ: পথ-ঘাট।
৩৭) ঘাতকের শুভ আস্তানা কোনটি?
উ: সারা দেশ।
৩৮) ঘাতকের আস্তানায় ভূলুণ্ঠিত কারা?
উ: কবি এবং কবির মতোই বহু লোক (এখানে বাংলার সাধারণ নিরীহ জনতাকে বোঝানো হয়েছে)।
৩৯) কবি এবং কবির মতোই বহু লোক ঘাতকের আস্তানায় কী অবস্থায় রয়েছে?
উ: কেউ মরা, আধমরা কেউ। কেউ বা ভীষণ জেদি, দারুন বিপ্লবে ফেটে পড়া।
৪০) চতুর্দিকে কী তছনছ হচ্ছে?
উ: মানবিক বাগান। কমলবন।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উ: ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ই ফেব্রুয়ারি, বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে।
২) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কখন বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে?
উ: ১৯৮২।
৩) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কখন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন?
উ: ১৯৮৪।
৪) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কখন মৃত্যুবরণ করেন?
উ: ২০০১ সালের ১৯এ মার্চ।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) আমি কিংবদন্তির কথা বলছি কবিতাটি কোন গ্রন্থের নাম কবিতা?
উ: আমি কিংবদন্তির কথা বলছি।
২) কবিতায় কবি মূলত কী আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন?
উ: মানবমুক্তির।
৩) মুক্তির পূর্বশর্ত কী?
উ: যুদ্ধ।
৪) যুদ্ধের সময় পরিবার থেকে দূরে সরে আসতে হবে কেন?
উ: পরিবারের ভালোর জন্য।
৫) কবি কোথা থেকে জেনেছেন যুদ্ধের সময় পরিবার থেকে দূরে সরে থাকতে হবে?
উ: স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস থেকে।
৬) জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী বা ঐতিহ্যের প্রতীক কোনটি?
উ: কিংবদন্তি।
৭) কবিতায় ব্যবহৃত শ্বাপদ শব্দের অর্থ কী?
উ: হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তু।
৮) কবি কার কথা বলছে?
উ: পূর্ব পুরুষের।
৯) কোথায় পলিমাটির সৌরভ ছিল?
উ: পূর্ব পুরুষের করতলে।
১০) পূর্বপুরুষের পিঠে কিসের মতো ক্ষত ছিল?
উ: রক্তজবার মতো।
১১) পূর্ব পুরুষ কিসের কথা বলতেন?
উ: অতিক্রান্ত পাহাড়েরর কথা, অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা, পতিত জমি আবাদের কথা, কবি ও কবিতার কথা।
১২) কবিতা কী?
উ: জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ।
১৩) কবিতা কী?
উ: কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা।
১৪) যে কবিতা শুনতে জানে না সে
উ: ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে, দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।
১৫) কবি উচ্চারিত শব্দের মতো কিসের কথা বলছেন?
উ: স্বপ্নের কথা।
১৬) উজ্জল জানালা কিসে আলোকিত?
উ: উনোনের আগুনে।
১৭) কে প্রবহমান নদীর কথা বলতেন?
উ: কবির মা।
১৮) যে সাঁতার জানেনা তাকে বাসিয়ে রাখে কে?
উ: প্রবহমান নদী।
১৯) যে কবিতা শুনতে জানেনা সে –
উ: নদীতে ভাসতে জানে না, মাছের সঙ্গে খেলা করতে জানে না, মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না।
২০) কবি কোন স্নেহের কথা বলছেন?
উ: বিচলিত।

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
সৈয়দ শামসুল হক

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

১) সৈয়দ শামসুল হক কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উ: ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সালে কুড়িগ্রামে।
২) সৈয়দ সামসুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন?
উ: ইংরেজি বিভাগ।
৩) বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী লেখক হিসেবে পরিচিত কে?
উ: সৈয়দ শামসুল হক।
৪) সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্মের মূল প্রবণতা কী?
উ: মানুষের জটিল জীবনপ্রবাহ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।
৫) সৈয়দ শামসুল হক রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম –
উ: পরাণের গহীন ভিতর, রজ্জুপথে চলছি, বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা, প্রতিধ্বনিগণ।
৬) সৈয়দ শামসুল হক রচিত কাব্যনাট্যগুলো –
উ: পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, গণনায়ক, নূরলদীনের সারাজীবন, এখানে এখন, ঈর্ষা

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১) "নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়" মূলত কী?
উ: নূরলদীনের সারাজীবন কাব্যনাটকের প্রস্তাবনা।

২) নূরলদীন কে ছিলেন?
উ: রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাহসী কৃষক নেতা।

৩) রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাহসী কৃষক নেতা নূরলদীনের ইতিহাস কত খ্রিষ্টাব্দে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়?
উ: ১৭৮৩।

৪) নূরলদীন কোন আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন?
উ: ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন।

৫) কার ডাক চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীক?
উ: নূরলদীন

৬) ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে নূরলদীন কোথায় মিশে যায়?
উ: শ্রমজীবী মানুষের ভীড়ে।

৭) সৈয়দ শামসুল হক 'দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী' অর্থে কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন?
উ: নিলক্ষা।

৮) কবি জ্যোৎস্নার রঙকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
উ: দুধের।

৯) প্রপাত শব্দের অর্থ কী?
উ: নির্ঝরের পতনের স্থান। জলপ্রপাত।

১০) কালঘুম শব্দের অর্থ কী?
উ: মৃত্যু; চিরনিদ্রা।

১১) বাহে শব্দের অর্থ কী? কোন অঞ্চলের মানুষ 'বাহে' শব্দটি সম্বোধনে ব্যবহার করে?
উ: বাপুহে। দিনাজপুর-রংপুর অঞ্চল।

১২) কোনঠে শব্দের অর্থ কী?
উ: কোথায়।

১৩) আকাশে কত তারা আছে?
উ: হাজার হাজার। অগণিত।

১৪) আকাশের নিচে কত গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ, লোকালয় আছে?
উ: উনসত্তর হাজার।

১৫) ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না ঢালছে কে?
উ: পূর্ণিমার চাঁদ।

১৬) নষ্ট কী?
উ: ক্ষেত, মাঠ, নদী, বীজ, সংসার।

১৭) এত বড় চাঁদ তীব্র শিস দিয়ে কোথায় এবং কখন দেখা দেয়?
উ: নিলক্ষার নীলে, হঠাৎ।

১৮) কবি সকলকে কীভাবে আসতে বলেছেন?
উ: গোল হয়ে, ঘন হয়ে।

১৯) কবির মিনতি কী?
উ: সকলের স্থির হয়ে বসা।

২০) মানুষের বন্ধ দরোজায় হঠাৎ হানা দেয় কী?
উ: অতীত।

২১) কখন নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়?
উ: তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায়।

২২) নূরলদীন দেখা দেয় কোথায়?
উ: মরা আঙিনায়।

২৩) নূরলদীনের বাড়ি কোথায়?
উ: রংপুর।

২৪) নূরলদীন কত বঙ্গাব্দে ডাক দিয়েছিল?
উ: ১১৮৯ এ।

২৫) নূরলদীনের কথা কার মনে পড়ে যায়?
উ: বাংলার।

লোক – লোকান্তর
আল মাহমুদ

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১) কবি আল মাহমুদ কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উ: ১১ জুলাই ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মৌড়াইল গ্রামে।

২) কবি আল মাহমুদের আসল নাম কী?
উ: মির আবদুস শুকুর আল মাহমুদ

৩) আল মাহমুদ কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ: দৈনিক গণকণ্ঠ, দৈনিক কর্ণফুলী।

৪) কবি আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থগুলো –
উ: আরব্য রজনীর রাঁজহাস, বখতিয়ারের ঘোড়া, সোনালী কাবিন, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না, মায়াবি পর্দা দুলে উঠো, কালের কলস। (মনে রাখার কৌশল:আরব্য রজনীতে বখতিয়ারকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখে সোনালী রান্নাবান্না ছেড়ে পর্দা তুলে কলস নিয়ে লোকান্তরে গেল।)

৫) কবি আল মাহমুদের রচিত শিশুতোষ গ্রন্থের নাম কী?
উ: পাখির কাছে ফুলের কাছে।

৬) কবি আল মাহমুদ রচিত উপন্যাস –
উ: আগুনের মেয়ে, ডাহুকী, নিশিন্দা নারী, কবি ও কোলাহল (মনে রাখার কৌশল: আগুনের মেয়ে ডাহুকী ওনিশিন্দা নারী এই দুজন মিলে কবিদের কোলাহল শুনতে গেল।)

৭) কবি আল মাহমুদ রচিত ছোটগল্পগ্রন্থের নাম –
উ: গন্ধবণিক, সৌরভের কাছে পরাজিত, পানকৌড়ির রক্ত (মনে রাখার কৌশল: গন্ধবণিক সৌরভের কাছে পরাজিত হওয়ায় পান কৌড়ির রক্ত খেল।)

লোক লোকান্তর কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

১) লোক-লোকান্তর কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা ?
উ: লোক – লোকান্তর।

২) লোক – লোকান্তর কোন ধরনের কবিতা ?
উ: কবির আত্মপরিচয়মূলক

৩) কবির চেতনার পাখির বসবাস কোথায়?
উ: প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে।

৪) কবি তাঁর কাব্যচেতনাকে মূর্ত করতে চান কিভাবে?
উ: চিত্রকল্পের মালা গেঁথে।

৫) কবিকে কাতর এবং আহত করে কী?
উ: বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা।

৬) কবি কী উপভোগ করতে আগ্রহী?
উ: সৃষ্টির আনন্দ।

৭) কীসের বিজয় অবশ্যম্ভাবী?
উ: কবির সৃষ্টির।

৮) কবির কোন প্রত্যয় তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনাকে প্রশমিত করে?
উ: সৃষ্টির বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

৯) কবি তাঁর কাব্যচেতনাকে কোন রঙের পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন?
উ: সাদা। (কবিতায় সাদা বানানটি শাদা লেখা রয়েছে)

১০) চন্দন কী?
উ: সুগন্ধি কাঠের গাছ।

১১) ঝাল – মিষ্টি লবঙ্গ কী?
উ: চন্দনের ফুল।

১২) কিসের সাথে চন্দনের সম্পর্ক নিহিত?
উ: কবির কাব্যসত্তার মধুরতার।

৩) চেতনা পাখির ওপরে-নিচে বাতাসের সঙ্গে কী দোল খায়?
উ: বন্য প্যানলতা।
৪) পাখির কোটরে কাটা সুপারির রং, সবুজ পা, তীব্র লাল নখ কীসের প্রতীক?
উ: চিরায়ত বাংলা, বাংলার অফুরন্ত রং।
৫) কবির চেতনার মণি উজ্জল হয় কেন?
উ: সৃষ্টির প্রেরণায়।
৬) কবির কাছে সত্য কী?
উ: চেতনার জগৎ, চেতনার রং-রূপ-রেখা, শব্দব্রহ্ম।
৭) কবির কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় কী?
উ: বিধিবিধান, নিয়মকানুন, ধর্ম, সমাজ সংস্কার, লোকালয়।
৮) কবি কীসের অধীনে থাকে না তখন?
উ: বিধিবিধান, নিয়মকানুন, ধর্ম, সমাজ সংস্কার, লোকালয়।
৯) কবি কী দিয়ে চেতনার জগৎ তৈরি করে?
উ: শব্দ দিয়ে।
১০) কীসের ভিতর দিয়ে কবির কবিতার সার্বভৌমত্ব উত্তীর্ণ হয় এবং জয় হয় কবিতার?
উ: বিচিত্র টানাপোড়েন ও জীবন সংগ্রামের ভিতর।

রক্তে আমার অনাদি অস্থি
দিলওয়ার

লেখক পরিচিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১) দিলওয়ার কখন ও কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
উ: পহেলা জানুয়ারি ১৯৩৭ সালে সিলেট শহর সংলগ্ন ভার্থখলা গ্রামে।
২) ভার্থখলা গ্রাম কোথায় অবস্থিত?
উ: সুরমা নদীর দক্ষিণে।
৩) লেখকের পুরো নাম কী?
উ: দিলওয়ার খান।
৪) কবি দিলওয়ারের পারিবারিক পদবি কী?
উ: খান।
৫) দিলওয়ার কিভাবে খান পদবি বর্জন করেন?
উ: জনমনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে।
৬) কে গণমানুষের কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত?
উ: দিলওয়ার খান।
৭) কবি দিলওয়ার কোন কোন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন?
উ: দৈনিক সংবাদ (১৯৬৭) এবং দৈনিক গণকণ্ঠ (১৯৭৩ – ৭৪)।
৮) কী কারণে দিলওয়ার সাংবাদিকতা পেশা পরিত্যাগ করেন?
উ: স্বাস্থ্যগত সমস্যা।
৯) দিলওয়ার পেশা জীবনে কত মাস শিক্ষকতা করেন?
উ: দুই মাস।
১০) দিলওয়ারের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ: জিজ্ঞাসা (১৯৫৩)।
১১) "বাংলাদেশ জন্ম না নিলে" দিলওয়ার রচিত –
উ: প্রবন্ধ।
১২) "ইয়ায় অ আ ক খ" কে লিখেছেন?
উ: দিলওয়ার

রক্তে আমার অনাদি অস্থি কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১) রক্তে আমার অনাদি অস্থি কবিতাটি কত সালে কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?
উ: ১৯৮১ সালে সিলেট থেকে।
২) 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কাকে উৎসর্গ করা হয়?
উ: কবীর চৌধুরীকে।
৩) 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
উ: ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।
৪) 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার পূর্ণ মাত্রা –
উ: ৬ + ৬
৫) 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার অপূর্ণ মাত্রা –
উ: ২
৬) 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটিতে কার বন্দনা রয়েছে?
উ: বাংলাদেশের।
৭) কোথায় মৃত্যুর ফাঁদ পাতা রয়েছে?
উ: প্রবহমান নদীর বাঁকে বাঁকে।
৮) কবি তার স্বপ্নকে কার কাছে আমানত রেখেছেন?
উ: বিশাল বঙ্গোপসাগরের শক্তির কাছে।
৯) 'হেম' শব্দের অর্থ কী?
উ: সুবর্ণ বা সোনা।
১০) কবি দিলওয়ার নিজের পরিচয় দিয়েছেন কিভাবে?
উ: গণমানুষের শিল্পী হিসেবে।
১১) কবি দিলওয়ার জনতা ও জনসম্পদ বোঝাতে কোন কথাটি ব্যবহার করেছেন?
উ: 'প্রাণের জাহাজ।'
১২) কবিতায় কাদেরকে 'নুরদানব' বলা হয়েছে?
উ: বিদেশি নরপিশাচদেরকে।
১৩) রক্তে আমার অনাদি অস্থি। বাক্যটি কোন কথার আলংকারিক ভাষা?
উ: জাতিসত্তার শোণিত এবং অস্থি কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন।
১৪) কবিতায় কোন নদীর যৌবন চাওয়া হয়েছে?
উ: পদ্মা।
১৫) কবিতায় কোন নদীর প্রেম চাওয়া হয়েছে?
উ: যমুনা।
১৬) কবি কোথাকার পলিতে গলিত হেম চান?
উ: সুরমার কাজল বুকের।
১৭) কবিতায় মোট কয়টি নদীর কথা বলা হয়েছে?
উ: ৬ টি।
১৮) চারিদিকে কী খেলা করে?
উ: বিচিত্র জীবনের রং।
১৯) ক্রোধ কীসের মতো?
উ: ভয়াল ঘূর্ণি।
২০) ক্রোধ কোথায় জ্বলে?
উ: গণমানবের বুকে?

বাংলা ২য় পত্র

বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার

➢ বাংলা ভাষায় যে শব্দ – সম্ভারের সমাবেশ রয়েছে তাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. তৎসম শব্দ ২. অর্ধতৎসম শব্দ ৩. তদ্ভব শব্দ ৪. দেশী শব্দ ৫. বিদেশি শব্দ।

১. তৎসম শব্দ: তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। তৎসম শব্দের অর্থ হল তৎ (তার) + সম (সমান) = তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃত। যে শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে সে সব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে।

উদাহরণ: চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পত্র, মনুষ্য, মস্তক, অন্ন, বস্ত্র, পুত্র, অশ্ব, হস্তী, কর্ম, আকাশ, বায়ু, অরণ্য, পদ, বৃক্ষ, বন্ধু, ভোজন, অশ্রু, কন্যা, পুষ্প,

লতা, দন্ত, কর্ণ, নাসিকা, মাতৃ, পিতৃ, দধি, ভক্তি, কৃষ্ণ, লাভ, ক্ষতি, মুক্তি, সর্প ইত্যাদি।

২. অর্ধতৎসম শব্দ:বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহার হয়েছে। এই শব্দগুলোকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে।
উদাহরণ:
চন্দ, নেমন্তন, বোষ্টম, গেরাম, পেন্নাম, জোছনা, রাত্তি, কেষ্ট, কুচ্ছিত, গিন্নী, ছেরাদ্দ, ছিরি, বোষ্টম, কম্মআর, চম্মআর, হস্ত, কন্ন, মস্তক, মিছা, সপ্প, পিত্তির ইত্যাদি।

৩. তদ্ভব শব্দ : তৎ = সংস্কৃত, ভব = জাত। অর্থাৎ তদ্ভব শব্দের অর্থ হল সংস্কৃত থেকে জাত। যে সব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃত অপ্রভংশের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে তাকে তদ্ভব শব্দ বলে। তদ্ভব শব্দের অপর নাম খাঁটি বাংলা শব্দ।
উদাহরণ:
সাপ, কামার, চামার, মা, পা, কান, চাঁদ, মা, হাত ইত্যাদি। এছাড়াও অঙ্গপ্রত্যেঙ্গের নাম, যেমন – চোখ নাক ইত্যাদি, ব্যক্তিগত সম্বন্ধবাচকতার নাম, যেমন – বাবা, ভাই, বোন ইত্যাদি, পেশার নাম, যেমন – কুমার, গোয়ালা ইত্যাদি, পশুপাখির নাম, যেমন – গর, ঘোড়া ইত্যাদি, প্রাকৃতিক বস্তুর নাম, যেমন – সোনা, রূপা ইত্যাদি, ঘর সংসারের জিনিস পত্রের নাম, যেমন – ছাতা, লাঠি ইত্যাদি, সংখ্যাবাচক শব্দ, যেমন – এক, দুই, তিন ইত্যাদি, তারিখ বাচক শব্দ, যেমন – পয়লা, দোসরা ইত্যাদি, সর্বনাম যেমন – তুমি, সে ইত্যাদি, ক্রিয়াবাচক যেমন – হচ্ছে, হবে ইত্যাদি হল তদ্ভব শব্দ।

৪. দেশি শব্দ: বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত হয়েছে। এ সব শব্দকে দেশী শব্দ বলে। অনেক সময় দেশী শব্দের মূল নির্ধারণ করো যায় না কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার হদিস মেলে। যেমন – কুড়ি (বিশ) – কোল ভাষা, পেট (উদর) – তামিল ভাষা, চুলা (উনুন) – মুণ্ডারি ভাষা।
উদাহরণ:
ডাগর, নেড়া, ধুতি, টোপর, ডিঙ্গা, গঞ্জ, কুড়ি, ঢেঁকি, কুলা, ডুগি, দাবা, লাঠি, যাতা, মই, ডেলা, ডাব, মটকা, মাচা, চোঙ্গা। এছাড়াও মাছের নাম, যেমন – টেংরা, গজাল, কাতলা ইত্যাদি, জীবজন্তুর নাম – খেকশিয়াল, হাঁড়ি ইত্যাদি, ঘরগৃহস্থালী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নাম, যেমন – ঝাটা, দরজা ইত্যাদি, ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্যের নাম, যেমন – কদু, জলপাই, লাউ, বাতাসা ইত্যাদি হল দেশী শব্দ।

৫. বিদেশি শব্দ:বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দই হল বিদেশি শব্দ। বাংলায় অনেক বিদেশি ভাষার শব্দ রয়েছে তার মধ্যে উলেখযোগ্য কয়েকটি বিদেশি ভাষার শব্দ দেওয়া হল।

পর্তুগিজ শব্দ:
ক্রুশ, যিশু, পর্তুগিজ, পাদ্রী, বালতি, আনারস, আলপিন, আলকাতরা, আচার, পেয়ারা, সাবু, পেঁপে, পেরেক, পিস্তল, বোমা, গামলা, কপি, কফি, টুপি, সাবান, তোয়ালে, ইস্তিরি, কামিজ, বাতাবি, পাউরুটি, কাবাব, গীর্জা, গুদাম, আলমারি, চাবি, ফিরিঙ্গি, কেরানি, বারান্দা, কেদারা, গরাদ, জানালা, বোতাম, পাচার।

ফরাসি শব্দ:
ইংরেজ, ওলন্দাজ, আঁতাত, বুর্জোয়া, গ্যালেন, বন্দুক, কার্তুজ, ক্যাফে, রেঁনেসা, রেস্তোরাঁ, কুপন, ডিপো, সিনেমার, ম্যাটিনি।

তুর্কি শব্দ:
উজবুক, উর্দি, দাদা, বাহাদুর, চাকর, কোর্মা,বাবুর্চি, ঝকমক, চকমক, চাকু, তোপ, ঠাকুর, দোকা, কঞ্চি, তকমা, কুর্নিশ, চাকর, দারোগার, মুচলেকা।

ওলন্দাজ শব্দ : ইস্কাপন, রইতন, হরতন, ইস্কুপ, তুরপ।
গুজরাটি শব্দ : খদ্দর, হরতাল, জরুরি।
পাঞ্জাবি শব্দ : চাহিদা, শিখ, তরকা।

চীনা শব্দ : চা, চিনি, লিচু, এলাচি।
জাপানি শব্দ : রিকসা, হারিকিরি, প্যাগোডা, সাম্পান, ক্যারাটে, জুডো, হাসনাহেনা।
গ্রিক শব্দ : নাম, কেন্দ্র, কোন, সুড়ঙ্গ।
বর্মি শব্দ : লুঙ্গি, ফুঙ্গি, ঘুঘনি।
সাঁওতালি শব্দ : কম্বল, ময়ূর।
দক্ষিণ আফ্রিকান শব্দ : জেব্রা।
সিংহলি শব্দ : সিডর, বেরিবেরি।
অস্ট্রেলিয়ান শব্দ : ক্যাঙ্গারু।
ইতালিয়ান শব্দ : ম্যাজেন্টা।
ম্যাক্সিকান শব্দ : চকোলেট।

আরবি শব্দ : আদালত, এজলাস, উকিল, কলম, আলেম, কিতাব, এলেম, ইনসান, সাওম, ঈদ, সালাত, গোসল, তওবা, তসবি, হারাম, জাহান্নাম, হালাল, জান্নাত,মুন্সেফ, মোক্তার, মহকুমা, নগদ, বাকি, দোয়াত, কেচ্ছা, গায়েব, খারিজ, ওজর ইত্যাদি।

ফারসি শব্দ : ফরিয়াদি, ফরিয়াদ, সালিশ, নালিশ, মুনশি, অছিয়তনামা, তামাদি, দরবার, আইন, পেশকার, জেরা, আসামী, জরিমানা, রায়, ফয়সালা, নবাব, বাহাদুর, জমিদার, তালুকদার, বাদশাহ, বেগম, তহসিলদার, খাজনা, তালুক, তীর, বাগান, পেঁয়াজ, মরিচ, রপ্তানি, আমদানি, রসিদ, দস্তখত, সাদাসিদা, বালিশ, তোশক, খুশি, নমুনা ইত্যাদি।

ইংরেজি শব্দ :
ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নভেল, নোট, পাউডার, পেন্সিল, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল, অফিস, আফিম, বাক্স, হাসপাতাল, ডাক্তার, বোতল, লাগেজ, চপ, জজ, ইস্কু ইত্যাদি।

ধ্বনিতত্ত্ব ঃ বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

- স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে।
- ব্যঞ্জনবর্নের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলে।
- ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে মুখবিবরের উচ্চারণের মূল উপকরণ হল – জিহ্বা ও ওষ্ঠ্য।
- উচ্চারণ স্থানের নাম অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা পঁচিশটি ধ্বনির বিভাগ দেখানো হল –

	উচ্চারণ স্থান	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
১.	জিহ্বামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
২.	অগ্রতালু	চ ছ জ ঝ ঞ (শ য য়)	তালব্য বর্ণ
৩.	পশ্চাৎ দন্তমূল	ট ঠ ড ঢ ণ (ষ র ড় ঢ়)	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
৪.	অগ্র দন্তমূল	ত থ দ ধ ন (ল স)	দন্ত্য বর্ণ
৫.	ওষ্ঠ্য	প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ

- জিহ্বার গোড়ালি এবং তালুর নরম অংশ সহযোগে উচ্চারিত হয় ক খ গ ঘ ঙ ধ্বনিগুলো।
- দন্তমূলের শেষাংশ এবং জিহ্বার পাতা সহযোগে উচ্চারিত হয় চ ছ জ ঝ ঞ ধ্বনিগুলো।
- দন্তমূল এবং জিহ্বার সম্মুখ ভাগ সহযোগে উচ্চারিত হয় ট, ঠ, ড, ঢ ধ্বনিগুলো।

- জিবের ডগা আর উপর পাটির দঁতের সংস্পর্শে উচ্চারিত হয় ত থ দ ধ ধ্বনিগুলো।
- দুই ঠোঁটের সংস্পর্শে উচ্চারিত হয় প ফ ব ভ ধ্বনিগুলো।
- জিহ্বার গোড়ালি , তালুর নরম অংশ ও নাকের ছিদ্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় 'ঙ' (উয়ো) ধ্বনি।
- জিবের ডগা, দন্তমূল ও নাকের ছিদ্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় 'ন' ধ্বনি।
- দুই ঠোঁট ও নাকের ছিদ্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় 'ম' ধ্বনি।
- খণ্ড- ত (ৎ) – কে স্বতন্ত্র বর্ণ বলা যায় না। কারন তা (ত্) – এর রূপভেদ মাত্র।
- ং ঃ ঁ এই তিনটি বর্ণকে বলা হয় পরাশ্রয়ী বর্ণ।
- ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এই পাঁচটি বর্ণ এবং ং ও ঁ কে বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।
- একটি মাত্র ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণ সব সময় দীর্ঘ হয়। যেমন – দিন।
- পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এ রূপে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে **যৌগিক স্বর, সন্ধিস্বর, সান্ধ্যক্ষর বা দ্বি – স্বর** বলে। যেমন অ + ই = অই (বই)।
- বাংলা ভাষায় **যৌগিক স্বরধ্বনির** সংখ্যা ২৫ টি কিন্তু যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ ২ টি (ঐ, ঔ)।
- ক থেকে ম পর্যন্ত এই পঁচিশটি ধ্বনিকে বলা হয় স্পর্শধ্বনি। স্পর্শধ্বনিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা : ১. অঘোষ ধ্বনি এবং ২. ঘোষ ধ্বনি। অঘোষ ও ঘোষ ধ্বনিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা : ১. অল্পপ্রাণ ও ২. মহাপ্রাণ ধ্বনি।

- অঘোষ ধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি। যেমন : ক
- ঘোষ ধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় , তাকে বলা হয় ঘোষ ধ্বনি। যেমন : গ।
- অল্পপ্রাণ ধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে, তাকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি। যেমন : ক।
- মহাপ্রাণ ধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন : খ।

সন্ধি

- সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। যেমন : আশা + অতীত = আশাতীত, হিম + আলয় = হিমালয়।
- সন্ধির উদ্দেশ্য দুটি। যথা : ১. স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজ প্রবণতা এবং ২. ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।
- দুই ধরনের শব্দের সন্ধি হয়। যথা : ১. খাঁটি বাংলা এবং ২. তৎসম।
- বাংলা শব্দের সন্ধি ২ প্রকার। যথা : স্বরসন্ধি এবং ব্যঞ্জনসন্ধি।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি :

অ/আ + অ/আ = আ

নর + অধম = নরাধম — হিম + অচল = হিমাচল

প্রাণ + অধিক = প্রাণাধিক — হিত + অহিত = হিতাহিত

হস্ত + অন্তর = হস্তান্তর — দেব + আলয় = দেবালয়

অ/আ + ই/ঈ = এ

যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট

তব + ইচ্ছা = তবেচ্ছা

পরম + ঈশ = পরমেশ

মহা + ঈশ = মহেশ — পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু

শ্রবণ + ইন্দ্রিয় = শ্রবণেন্দ্রিয়

অ/আ + উ/ঊ = ও

সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়

গৃহ + ঊর্ধ = গৃহোর্ধ

গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি

চল + ঊর্মি = চলোর্মি

অ/আ + ঋ = অর

দেব + ঋষি = দেবর্ষি — মহা + ঋষি = মহর্ষি

অধম + ঋণ = অধমর্ণ

উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ — সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি

রাজা + ঋষি = রাজর্ষি

অ/আ + এ/ঐ = ঐ

জন + এক = জনৈক — সদা + এব = সদৈব

মত + ঐক্য = মতৈক্য

মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য — হিত + এষী = হিতৈষী

সর্ব + এব = সর্বৈব

ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ

অতি + ইত = অতীত — পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা

সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র

সতী + ঈশ = সতীশ — গিরি + ইন্দ্র = গিরীন্দ্র

ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতিশ

ই/ঈ + (ই/ঈ ব্যতীত অন্য কোন কার) = য – ফলা

অতি + অন্ত = অত্যন্ত — ইতি + আদি = ইত্যাদি

অতি + উক্তি = অত্যুক্তি

প্রতি + উষ = প্রত্যুষ — মসী + আধার = মস্যাধার

প্রতি + এক = প্রত্যেক

উ/ঊ + (উ/ঊ ব্যতীত অন্য কোন কার) = ব – ফলা

সু + অল্প = স্বল্প — সু + আগত = স্বাগত

অনু + ইত = অন্বিত

তনু + ঈ = তন্বী — অনু + এষণ = অন্বেষণ

পশু + অধম = পশ্বধম

বিশেষ বিসর্গ সন্ধি

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি — অহঃ + নিশা = অহর্নিশ

অহঃ + অহ = অহরহভাঃ + কর = ভাস্কর।

নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি — আঃ + পদ = আস্পদ

হরিঃ + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র

অহঃ + নিশা = অহর্নিশ — প্রাতঃ + কাল =প্রাতঃকাল

ভাঃ + কর = ভাস্কর

অহঃ + অহ = অহরহ — শীরঃ + পীড়া = শীরঃপীড়া

মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

- বিশেষ্য পদের লিঙ্গভেদ হয়।
- বাংলা ব্যাকরণে ক্লীবলিঙ্গ বিবেচনা করা হয় না।
- বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। ১. পতি ও পত্নী বাচক অর্থে এবং ২. পুরুষ ও মেয়ে বা স্ত্রী প্রত্যয় অর্থে।
- পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে কতকগুলো প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রী বাচক শব্দ গঠন করা হয়। এগুলো হল : ঈ, নি, নী, ইনী, আনী, ন, উন, আইন।

উদাহরণ :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ	প্রত্যয়
বেঙ্গমা	বেঙ্গমী	ঈ
ভাগনা	ভাগনী	
কামার	কামারনী	নী

জেলে	জেলেনী	
কুমার	কুমারনী	
ধোপা	ধোপানী	
মজুর	মজুরনী	
ঠাকুর	ঠাকুরানী	আনী
নাপিত	নাপিতানী	
মেথর	মেথরানী	
চাকর	চাকরানী	
কাঙাল	কাঙালিনী	ইনী
গোয়ালা	গোয়ালিনী	
বাঘ	বাঘিনী	
ঠাকুর	ঠাকুরন	উন
ঠাকুর	ঠাকুরাইন	আইন

- পুরষবাচক শব্দের শেষে 'ই' থাকলে স্ত্রী বাচক শব্দে 'নী' হয় এবং আগের ঈ ই হয়। যেমন – ভিখারী – ভিখারিনী।
- বাংলায় কতকগুলো তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের পর আবার স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন – অভাগা – অভাগী/অভাগিনী, নন্দাই – ননদী/ননদিনী।
- কুল উপাধিরও স্ত্রীবাচকতা রয়েছে। যেমন – ঘোষ – ঘোষজা (কন্যা) / ঘোষজায়া (পত্নী অর্থে)।

সমাস

দ্বন্দ্ব সমাস: যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন : জমা ও খরচ = জমাখরচ।

১. মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব : মা – বাপ, মাসি – পিসি, ছিন – পরি, চা – বিস্কুট, মশা – মাছি, ছেলে – মেয়ে ইত্যাদি।
২. বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব : দা – কুমড়া, অহি – নকুল, স্বর্গ – নরক ইত্যাদি।
৩. বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব : আয় – ব্যয়, জমা – খরচ, লাভ – লোকসান, ছোট – বড়, ছেলে – বুড়ো ইত্যাদি।
৪. অঙ্গবাচক দ্বন্দ্ব : হাত – পা, নাক – কান, বুক – পিঠ, মাথা – মুণ্ডু, নাক – মুখ ইত্যাদি।
৫. সমার্থক দ্বন্দ্ব : হাট – বাজার, ঘর – দুয়ার, কল – কারখানা, মোলা – মৌলভি, খাতা – পত্র রাজা – বাদশা, রাজা – উজির ইত্যাদি।
৬. প্রায় সমার্থক ও সহচর দ্বন্দ্ব : কাপড় – চোপড়, ধুতি – চাদর, পোকা – মাকড়, দয়া – মায়া ইত্যাদি।
৭. সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব : সাত – পাঁচ, নয় – ছয় ইত্যাদি।
৮. সর্বনাম যোগে দ্বন্দ্ব : যথা – তথা, এখানে – সেখানে ইত্যাদি।
৯. ক্রিয়া[illegible]গ দ্বন্দ্ব : দেখা – শোনা, চলা – ফেরা ইত্যাদি

কর্মধারয় সমাস: যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। কর্মধারয় সমাসে সাধারণত যে, যিনি, যেটি ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : নীল যে আকাশ = নীলাকাশ নীল যে অম্বর = নীলাম্বর

যে চালাক সেই চতুর = চালাক – চতুর

যিনি জজ তিনি সাহেব = জজসাহেব

সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা

আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়া – মোছা

কর্মধারয় সমাস মূলত চার প্রকার। যথা : ১. মধ্যপদলোপী ২. উপমান ৩. উপমিত ৪. রূপক।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়: যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে।

উদাহরণ : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, হাসি মাখা মুখ = হাসিমুখ।

উপমান ও উপমিত কর্মধারয়: উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোন বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়। পরোক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমান।

উদাহরণ : মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র, পুরষ সিংহের ন্যায় = পুরষসিংহ চরণ কমলের ন্যায় = চরণকমল।

রূপক কর্মধারয়: উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করে হলে, রূপক কর্মধারয় সমাস বলে।

রূপক কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যে রূপ শব্দ বা 'ই' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল, বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু মন রূপ মাঝি = মনমাঝি, বিদ্যা রূপ ধন = বিদ্যাধন।

দ্বিগু সমাস: সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। এ ক্ষেত্রে সমাসনিষ্পন্ন শব্দটি বিশেষ্য পদ হয়। দ্বিগু সমাসে সাধারণত সমাহার শব্দটি ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌ রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা।

বহুব্রীহি সমাস: যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোন পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। বহুব্রীহি সমাসে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে বহু পদের অর্থ অনেক এবং ব্রীহি অর্থ ধান কিন্তু বহুব্রীহি অর্থ হল অনেক বা বহু ধান আছে এমন লোককে।

আয়ত লোচন যার = আয়তলোচনা,
মহান আত্মা যার = মহাত্মা,
নীল বসন যার = নীলবসনা,
স্থির প্রতিজ্ঞা যার = স্থিরপ্রতিজ্ঞ

তৎপুরষ সমাস: পূর্বপদের বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় তাকে তৎপুরষ সমাস বলে। এখানে, পরপদের অর্থ প্রধান ভাবে বোঝায় তবে পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদর নামকরণ হয়। যেমন : মন দ্বারা গড়া = মনগড়া এখানে তৃতীয়া বিভক্তি 'দ্বারা' সমস্ত পদে লোপ পায় সেহেতু এটি তৃতীয়া তৎপুরষ সমাস।

উদাহরণ : চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজারপুত্র = রাজপুত্র,
খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট, গজনীর রাজা = গজনীরাজ
পিতার ধন = পিতৃধন, মাতার সেবা = মাতৃসেবা।

অব্যয়ীভাব সমাস: পূর্বপদে অব্যয় যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়ের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

- অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়।
- সামীপ্য (নৈকট্য), বিপ্সা (পৌনঃপুনিকতা), পর্যন্ত, অভাব, অনতিক্রমণ, যোগ্যতা প্রভৃতি নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

উদাহরণ : কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, কূলের সমীপে = উপকূল।
রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি
সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

- ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার। যথা – ক) সমাপিকা ক্রিয়া খ) অসমাপিকা ক্রিয়া।

ক) সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন – ছেলেরা খেলা করছে।

খ) অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন – আমরা বিকালে খেলে

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সাধারণত ইয়া, ইলে, ইতে, এ, লে, তে, বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়াপদ সমাপিকা ক্রিয়া।

সকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন : বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন।

অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্মপদ নেই তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন : মেয়েটি হাসে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ক্রিয়ার সাথে কী বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই হল কর্মপদ।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটো কর্মপদ থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন – বাবা আমাকে (গৌণ) একটি কলম (মুখ্য) কিনে দিয়েছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বস্তুবাচক কর্মকে মুখ্য কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মকে গৌণ কর্ম বলে।

সমধাতুজ কর্ম : বাক্যের ক্রিয়া আর কর্মপদ যদি একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয় তবে ঐ কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ধাতুর্থক কর্মপদ বলে। যেমন – আর কত খেলা খেলবে। মায়াকান্না কেঁদোনা। বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি। এমন সুখের মরণ কে মরতে পার? (সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করে)।

প্রযোজক ক্রিয়া :যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। এর অপর নাম ণিজন্ত ক্রিয়া। যেমন – মা (প্রযোজক কর্তা) শিশুকে (প্রযোজ্য কর্তা) চাঁদ দেখায় (প্রযোজক ক্রিয়া)।

নামধাতুর ক্রিয়া :বিশেষ্য, বিশেষণ, এবং ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয়যোগে নামধাতু গঠিত হয়। নামধাতুর সাথে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে নামধাতুর ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন – শিক্ষক ছাত্রটিকে বেতাচ্ছেন (বেত + আ)। কঞ্চিটি বাঁকিয়ে (বাঁকা + আ) ধর। অনেক সময় আ প্রত্যয় নাও যুক্ত হতে পারে। যেমন – বাগানে বেশ কিছু লিচু ফলেছে। তরকারি বাসি হলে টকে। আমার বন্ধু বইটা ছেপেছে।

যৌগিক ক্রিয়া :একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন –

ক) তাগিদ দেওয়া অর্থে : ঘটনাটা শুনে রাখ।
খ) নিরন্তরতা অর্থে : তিনি বলতে লাগলেন।
গ) কার্যসমাপ্তি অর্থে : ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল।
ঘ) আকস্মিকতা অর্থে : সাইরেন বেজে উঠল।
ঙ) অভ্যস্ততা অর্থে : শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।
চ) অনুমোদন অর্থে : এখন যেতে পার।

মিশ্র ক্রিয়া :বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে হ, কর, দে, পা, খা, ছাড়, ধর, যা, কাট, মার, গা ইত্যাদি ধাতুযোগ গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন –

বিশেষ্যের পরে :আমরা তাজমহল দর্শন করলাম। এখন গোলায় যাও।
বিশেষণের পরে : তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।
ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে : মাথা ঝিম ঝিম করছে। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

কারক ও বিভক্তি

- কৃ + ণক = কারক। যার অর্থ – যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে নাম পদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে। কারক ছয় প্রকার। যথা – ১. কর্তৃকারক ২. কর্মকারক ৩. করণ কারক ৪. সম্প্রদান কারক ৫. অপাদান কারক এবং ৬. অধিকরণ কারক।
- বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয় তাদের বিভক্তি বলে। যেমন – ছাদে বসে মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। এখানে বিভক্তি যুক্ত হয়েছে ঠিক এভাবে যে, (ছাদ + এ), (মা + ০) (শিশু + কে), (চাঁদ + ০)। বিভক্তি দুই প্রকার। যথা – বাংলা শব্দ বিভক্তি এবং ক্রিয়া বিভক্তি। কারকে বাংলা শব্দ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। বাংলা শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার। নিম্নে তা দেখানো হল –

বিভক্তি	বিভক্তির আকৃতি
প্রথমা	০, অ
দ্বিতীয়া	কে, রে
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক
চতুর্থী	কে, রে,
পঞ্চমী	হইতে, থেকে, হতে, চেয়ে
ষষ্ঠী	র, এর
সপ্তমী	তে, এ, য়

কর্তৃকারকঃ বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক। **ক্রিয়ার সঙ্গে কে বা কারা যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই কর্তৃকারক।** যেমন – খোকা বই পড়ে। মেয়েরা ফুল তোলে। কর্তৃকারকের কর্তা অনুসারে আবার কর্তৃকারক কে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

- **মুখ্য কর্তা :** যে নিজে নিজে ক্রিয়া সম্পাদন করে সে মুখ্য কর্তা। যেমন – নিজাম ফুটবল খেলছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।
- **প্রযোজক কর্তা:** মূল কর্তা যখন অন্যকে কোন কাজে নিয়োজিত করে তা সম্পন্ন করায় তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন – শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়ান।
- **প্রযোজ্য কর্তা:** মূল কর্তার করণীয় কাজ যার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন – শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়ান।
- **ব্যতিহার কর্তা:** যখন কোন বাক্যে দুটি কর্তা একই জাতীয় কাজ সম্পাদন করে তখন সেই কর্তাদ্বয়কে ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন – বাঘে – মহিষে এক ঘাটে জল খায়।
- **কর্মবাচ্য, কর্মকর্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্যের কর্তা হল কর্তৃকারক।** যেমন –
- **কর্মবাচ্যের কর্তা:** পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হয়েছে।
- **ভাববাচ্যের কর্তা :** আমার যাওয়া হবে না।
- **কর্ম – কর্তৃবাচ্যের কর্তা :** বাঁশি বাজে। বৃষ্টি পড়ে।

কর্মকারকঃ যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলে। যেমন – নাসিমা ফুল তোলে।

- কর্ম দুই প্রকার। যথা – মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম। মুখ্য কর্ম বস্তু বাচক ও গৌণ কর্ম ব্যক্তিবাচক। মুখ্য কর্মে বিভক্তি যুক্ত হয় না। গৌণ কর্মে বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন – বাবা আমাকে (গৌণ) একটি কলম (মুখ্য) কিনে দিয়েছেন।
- **ক্রিয়াকে কী বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্ম।** নিম্নে চার প্রকার কর্ম দেখানো হল –

সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম : নাসিমা ফুল তোলে।
প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম : ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও।
সমধাতুজ কর্ম : খুব এক ঘুম ঘুমিয়েছি।
উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম : দুধকে মোরা দুগ্ধ বলি।

করণ কারকঃ 'করণ' শব্দের অর্থ যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলে।

- ক্রিয়াকে কীসের দ্বারা বা কী উপায়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই হল করণ কারক। যেমন – নীরা কলম (উপকরণ) দিয়ে লেখে। জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায় (উপায়)।

সম্প্রদান কারকঃ

- যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন – ভিখারীকে ভিক্ষা দাও।
- অনেক বৈয়াকরণ সম্প্রদান কারক কে স্বীকার করে না। তিনারা বলেন, কর্মকারক দ্বারা সম্প্রদান কারকের কাজ হয়ে যায়।
- সম্প্রদান কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় না, চতুর্থী বিভক্তি হয়।

অপাদান কারক:

- যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত, ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপদান কারক বলে । যেমন – গাছ থেকে পাতা পড়ে (বিচ্যুত)। বাঘকে ভয় পায় না কে?
- অপদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তি ছাড়াও হইতে, থেকে, হতে, দিয়া, দিয়ে ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার হয়।
- **ক্রিয়াকে কোথা হতে/থেকে ইত্যাদি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই অপদান কারক।**

অধিকরণ কারক:

- ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে (স্থান) অধিকরণ কারক বলে। যেমন – এ বাড়িতে কেউ নেই। রহিম ঢাকায় থাকে। প্রভাতে সূর্য ওঠে।
- **ক্রিয়াকে কখন/কোথায়/কীসে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই অধিকরণ কারক।**
- অধিকরণ কারক তিন প্রকার । যথা – ১. কালাধিকরণ ২. আধারধিকরণ এবং ৩. ভাবাধিকরণ।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারক ও বিভক্তি নির্ণয়

অর্থ অনর্থ ঘটায় > কর্তায় শূন্য।
অর্থে অনর্থ ঘটে > করণে ৭মী।
অন্ধজনে দেহ আলো > সম্প্রদানে ৭মী।
অন্নহীনে অন্ন দাও > সম্প্রদানে ৭মী।
অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর > করণে ৭মী।
এ প্রর্থনা হতে পাপ দূর হবে না > করণে ৫মী
আজকে নগদ কালকে ধার > অধিঃ ২য়া।
আমাদের একটি গল্প বলুন > কর্মে ষষ্ঠী।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রর্থনা > কর্মে ২য়া।
আমার যাওয়া হবে না > কর্তায় ষষ্ঠী।

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

অন্ধকার : আঁধার, তমসা, তম, তিমির, তমিস্র।
অগ্নি : অনল, আগুন, বহ্নি, হুতাশন, পাবক, বৈশ্বানর, কৃশানু।
অশ্ব : ঘোড়া, বাজী, হয়, তুরগ, তুরঙ্গম, ঘোটক।
ইচ্ছা : স্পৃহা, বাঞ্ছা, লিপ্সা, মনোরথ, অভিলাষ, অভিপ্রায়, খায়েস।
ঈশ্বর : বিভু , জগদীশ, বিশ্বপতি, জগন্নাথ, ইলাহী, অনন্ত, ব্রহ্ম, ঈশ।
উর্মি : ঢেউ, তরঙ্গ, বীচ, হিন্দোল, হিলোল, স্রোত, জলপ্রবাহ, লহরি।
কোকিল : অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, বসন্তদূত, পিক, মধুসখা পরভৃত।
কপাল : ললাট, ভাগ্য, অদৃষ্ট।
ক্রোধ : রাগ, কোপ, রোষ, উষ্মা।
পর্বত : পাহাড়, অচল, অদ্রি, গিরি, ভূধর, শৈল, মহীধর, নগ, শৃঙ্গী, শিখরী, শৈলিনী, ক্ষিতিধর, ভূভৃৎ।
পৃথিবী : ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, বসুধা, ভূ, ভূমণ্ডল, অবনী, ক্ষিতি, মহী, বসুমতী, মেদিনী, জগৎ, মর্তালোক, ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব, অখিল, ভুবন , উর্বী, পৃথী।
চন্দ্র : চাঁদ, সুধাংশু, সুধাকর, শশাঙ্ক, শশধর, শশী, বিধু , নিশাকর, হিমাংশু, শীতাংশু, হিমকর, চন্দ্রিমা, ইন্দু, নিশাপতি।
জ্যোৎস্না : চন্দ্রিমা, চাঁদিনী, কৌমুদী।
বিদ্যুৎ : বিজলী, তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা, দামিনী।
বজ্র : কুলিশ, অশনি, দম্ভোলি।
সূর্য : আদিত্য, তপন, দিবাকর, ভাস্কর, ভানু, মার্তণ্ড, রবি, সবিতা, আদিত্য, অর্ক।
স্বামী : নাথ, কান্ত, দয়িত।
স্বর্গ : দেবলোক, দ্যুলোক, বেহেশত, জান্নাত, সুরলোক, সুর, প্রভাকর, বিভাবসু, মিহির, তপন, ত্রিদিব, ত্রিদশালয়, অমরালয়।
সাপ : অহি, আশীবিষ, নাগ, ফণী, ভুজঙ্গ, সর্প, ভুজঙ্গ, সর্প, ভুজঙ্গম, উরগ।
সমুদ্র : অর্ণব, জলধি, জলনিধি, পারাবার, বারিধি, রত্নাকর, সাগর, সিন্ধু, দীর্ঘিকা, প্রণালী, গাভ, উদধি, পয়োধি।

বিপরীতার্থক শব্দ

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
অর্থ	অনর্থ	অগ্র	পশ্চাৎ
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ	অন্তর	বাহির
অনশন	অশন	অনুরক্ত	বিরক্ত
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	অনুলোপ	প্রতিলোপ
অচল	সচল	অর্বাচিন	প্রাচীন
অজ্ঞ	বিজ্ঞ	অজ্ঞান	জ্ঞান
অপচয়	উপচয়/সঞ্চয়	অর্পণ	প্রত্যর্পণ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	অধিক	অল্প
অনুজ	অগ্রজ	অপকার	উপকার
আকুঞ্চন	বিকুঞ্চন/প্রসারণ	আগা	গোড়া
আগমন	গমন	আচার	অনাচার
ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান	গ্রাম্য	বন্য
গুরু	শিষ্য	গৃহী	সন্ন্যাসী
চড়াই	উৎরাই	চেতন	জড়
জঙ্গম	স্থাবর	ঝানু	আনাড়ি
ত্বরা	বিলম্ব	দান	গ্রহন/প্রতিদান
দুরন্ত	শান্ত	নাস্তিক	আস্তিক
নিষেধ	বিধি	নিঃশ্বাস	প্রশ্বাস
তাপ	শৈত্য	তিরস্কার	পুরস্কার
নশ্বর	অবিনশ্বর/শ্বাশত	নিরাকার	সাকার
পণ্ড	সফল	পণ্ডিত	মূর্খ
পাপী	পুণ্যবান	প্রফুল্য	ম্লান
প্রবৃত্তি	নিবৃত্তি	প্রত্যাদেশ	আদেশ
পাইকারি	খুচরা	পালক	পালিত
পূজক	পূজ্য	প্রশংসা	কুৎসা/নিন্দা
প্রকৃতি	বিকৃতি	প্রবৃত্তি	নিবৃত্তি
বর্ধমান	ক্ষীয়মাণ	বন্ধন	মুক্তি
বাচাল	স্বল্পভাষী	বাদী	বিবাদী

এক কথায় প্রকাশ

অকাল পক্ক হয়েছে যা = অকালপক্ক
অনায়াসে লাভ করা যায় যা = অনায়াসলভ্য
অন্ন গ্রহণ করিয়া যে প্রাণধারণ করে = অন্নগত প্রাণ
অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার = অনভিজ্ঞ
অবশ্যই যাহা হইবে = অবশ্যম্ভাবী
অসম সাহস যার = অসমসাহসিক
আদি নাই যাহার = অনাদি
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যন্ত/আদ্যোপান্ত
আচারে নিষ্ঠা আছে যার = আচারনিষ্ঠ
আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার = আস্তিক
ইন্দ্রজাল জানেন যিনি = ঐন্দ্রজালিক

ইহলোকে যাহা সামান্য বা সাধারণ নয় = আলোকসামান্য
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার = আঁষটে
ক্লান্তি নাই যার = অক্লান্ত
কর্মে যার ক্লান্তি নাই = অক্লান্তকর্মী
কর দেয় যে = করদ
কথার দ্বারা যা বর্ণনা করা যায় না = অনির্বচনীয়
গলায় কাপড় দেয়া = গলবস্ত্র
গ্রীবা সুন্দর যাহার = সুগ্রীব
ঘর নাই যাহার = হা ঘরে
ঘুমে আচ্ছন্ন যে = ঘুমন্ত
নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে = নিদাঘ
পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক
পা ধুইবার জল = পাদ্য
বেশি কথা বলে যে = বাচাল
যাহার বহু দেখা বা জানাশোনা আছে = বহুদর্শী
যাহার দুই হাত সমান চলে = সব্যসাচী
যা বালকের মধ্যেই সুলভ = বালসুলভ
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে = প্রত্যুৎপন্নমতি
যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে = হৃতসর্বস্ব
যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে = অযত্নলব্ধ
যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না এমন = অনন্যসাধারণ
যা অন্য উপায় নেই = অনন্যোপায়
যার কোন উপায় নেই = নিরুপায়
কোকিলের ডাক = কুহু
সিংহের ডাক (নাদ) = হুঙ্কার
বাঘের ডাক = গর্জন
কুকুরের ডাক = বুক্কন
অলঙ্কারের ধ্বনি = শিঞ্জন
ভ্রমরের শব্দ = গুঞ্জন
ভুজের সাহায্যে চলে যে = ভুজঙ্গ/ভুজগ
বুকে হেটে গমন করে যে = উরগ (সাপ)
লাফিয়ে চলে যে = প্লবগ
ত্বরিত গমন করতে পারে যে = তুরগ
সর্বত্র গমন করে যে = সর্বগ
আপনাকে যে পন্ডিত মনে করে = পন্ডিতম্মন্য
দিনের পূর্ব ভাগ = পূর্বাহ্ণ
দিনের মধ্য ভাগ = মধ্যাহ্ন
দিনের অপর ভাগ = অপরাহ্ণ
দিনের শেষ ভাগ = সায়াহ্ন
রাত্রির প্রথম ভাগ = পূর্বরাত্র
রাত্রির মধ্যভাগ = মহানিশা
রাত্রির শেষ ভাগ = পররাত্র
অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার = বহুদর্শি/বহুদর্শি
অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করেন যিনি = অন্তর্যামী
অশ্বের চালক = সাদী
অতি আসন্ন = প্রত্যাসন্ন
অতি উচ্চ ধ্বনি = মহানাদ
একের পরিবর্তে অপরের লেখা = বকলম
এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার প্রয়োগ = বুকনি
এক তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র = একতারা/গোপীযন্ত্র
ওজন করা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে = তুলাদন্ড
ঔষধের আনুষঙ্গিক সেবা = অনুপান
কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি = অমাবস্যা
চিরস্থায়ী নহে যা = অনিত্য/ নশ্বর
চক্ষুলজ্জাহীন ব্যক্তি = চশমখোর
চোখের দ্বারা গৃহিত = গোচর
ছন্দে নিপুন যিনি = ছান্দসিক
জয় সূচক যে উৎসব = জয়ন্তী
জিভের দ্বারা যা উচ্চারিত হয় = জবানি
যার দিক থেকে চক্ষু ফেরানো যায় না = অসেচনক
অনুরাগ দূর হয়েছে যার = বীতরাগ
অপত্য হতে বিবেচনা না করে = অপত্যনির্বিশেষ
অহন বা অহ্ন এবং রাত্র = অহোরাত্র
আদরের সাথে = সাদরে

বাগধারা

বাগধারা	অর্থ
অকাল কুষ্মান্ড	অপদার্থ/অকেজো
অক্কা পাওয়া	মারা যাওয়া
অসস্ত্য যাত্রা	চিরদিনের জন্য প্রস্থান
অগ্নিপরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা
অদৃষ্টের পরিহাস	ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা
অন্ধের যষ্ঠি/নড়ি	একমাত্র অবলম্বন
অন্তর টিপুনি	মর্মপীড়াদায়ক
আকাশে তোলা	অতিরিক্ত প্রশংসা করা
আকাশ পাতাল	প্রচুর ব্যবধান
আক্কেল দাঁত ওঠা	পাকা বুদ্ধি
আড়ুল ফুলে কলাগাছ	হটাৎ বড়লোক
কালে ভদ্রে	কদাচিৎ
কুলে কালি দেয়া	বংশে কলঙ্ক আনা
কুলোপনা চক্কর	সারহীন আড়ম্বর
কংস মামা	নির্মম আত্মীয়
খণ্ডপ্রলয়	তুমুল কান্ড
খয়ের খাঁ	চাটুকার/মোসাহেব
চাঁদের হাট	প্রিয়জনের সমাগম
চিনির পুতুল	শ্রমকাতুরে
চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী	অসাধুকে উপদেশ দিয়ে সৎ করা যায় না
চাল না চুলো ঢেঁকি না কুলো	নিতান্ত নিস্বে

শুদ্ধিকরণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	অকাট্য	অকাট্য
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	চাত্তকিনী	চাতকী
মুহ্যমান	মোহ্যমান	সিংহিনী	সিংহী
রজকিনী	রজকী	কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র
অত্যসমোন	অত্যসম	ন্যূনতম	ন্যূনতম
বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী	বাচস্পতি	বাচস্পতি
সকাতরে	কাতরকণ্ঠে	বর্ষিয়ান	বর্ষীয়ান
ব্যাঙ্গ	ব্যঙ্গ	স্বাদর	শ্বাশুর
মনযোগ	মনোযোগ	সম্বর্ধনা	সম্বর্ধনা
মুহূর্ত	মুহূর্ত	সতী	সতী
ভৌগলিক	ভৌগোলিক	স্বাকর	স্বাক্ষর
মুহুর্মুহু	মুহুর্মুহু	ভৈরী	ভৈরী
সাকুল্য	সাকুল্য	মুহুর্মুহু	মুহুর্মুহু
আত্মস্তুতি	আত্মশ্লাঘা	আস্তাবান	আস্থাবান

ঐশ্বর্য্য	-	ঐশ্বর্য	প্রসারতা	-	প্রসার
মরিচিকা	-	মরীচিকা	নিন্দুক	-	নিন্দক
পরিত্যাক্ত	-	পরিত্যক্ত	অনুবাদিত	-	অনুদিত
ব্যাক্তিত্ব	-	ব্যক্তিত্ব	প্রফুলিত	-	প্রফুল্ল

বঙ্গানুবাদ ও পারিভাষিক শব্দ

1. Too much cunning overreaches itself. - অতি চালাকের গলায় দড়ি।
2. Too much courtesy, too much craft. - অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
3. Grasp all, lose all. - অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।
4. To beat about the bush. - অন্ধকারে ঢিল মারা।
5. Too many cooks spoil the broth. - অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
6. Necessity knows no law. - অভাবে স্বভাব নষ্ট।
7. A little learning is a dangerous thing - অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।
8. Day and night are alike to blind man. - অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন।
9. Waste not, want not. - অপচয় করো না অভাবে পড়ো না।
10. A woman's weapon is her tongue. - অবলার মুখই বল।
11. Once unlucky, always unlucky. - অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকিয়ে যায়।
12. Empty vessels sound much. - অসারের তর্জন গর্জন সার।
13. Love is the best virtue. - অহিংস পরম ধর্ম।
14. To the pure all things are pure. - আপন ভালোতো জগৎ ভালো।
15. Self-preservation is the first law of nature. - আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
16. Cut your coat according 'o your cloth. - আয় বুঝে ব্যয় কর।
17. Ill weeds grow apace. - আগাছার বাড় বেশি।
18. Weal and woe come by turns. - আজ বাদশা কাল ফকির।
19. Pro crastination. - আঠারো মাসে বছর।
20. The cobbler must stick to his last. - আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর কেন।
21. To burn one's house to frighten away the mice. - নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।
22. Even a fool knows his business. - আপন ভালো পাগলেও বোঝে।
23. Self preservation is the first law of nature. - আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
24. Where there's will, there's a way. - ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।
25. What God wills is for good. - ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।
26. Morning show the day. - উঠন্ত মুলো পত্তনেই চেনা যায়।
27. To act on the spur of the moment. - উঠল বাইতো কটেক যাই।
28. To be quick to occupy. - উড়ে এসে জুড়ে বসা।
29. It takes two to make a quarrel. - এক হাতে তালি বাজে না।
30. One swallow does not make a summer. - এক মাঘে শীত যায় না।
31. To kill two birds with one stone. - একঢিলে দুই পাখি মারা।
32. To be tarred with same brush. - এক ক্ষুরে মাথা মোড়া।
33. Every dog has his day. - এক মাঘে শীত যায় না।
34. He is ignorant of the rudiments of this subject. - এ বিষয়ে তার অ, আ, ক, খ, জ্ঞান নেই।
35. Black will take no other hue. - কয়লা ধুলেও ময়লা ছাড়ে না।
36. Some have the hop, some stick in the gap. or, (Nero fiddles while Rome burns.) - কারও সর্বনাশ, কারও পৌষ মাস।
37. A cat has nine lives. - কই মাছের প্রাণ বড় শক্ত।
38. You will know now what's what. - কত ধানে কত চাল বুঝবে।
39. To be inseparably associated. - কান টানলে মাথা আসে।
40. Habit is the second nature. - কুকুরের পেটে ঘি সয় না.
41. It is hard to sit at Rome and strive with pope. - কুমিরের সাথে বিবাদ করে জলে বাস করা।
42. Let us wait to see the conclusion. - কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।
43. To bring on calamity by one own imprudence. - খাল কেটে কুমির আনা।
44. A fool to others, himself a sage. - গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।
45. Fifth columnist. - ঘরের শত্রু বিভীষণ।
46. Coquetry under the guise of modesty. - ঘোমটার ভিতর খেমটার নাচ।
47. Every man is for himself. - চাচা আপনা বাঁচা।
48. A rogue is deaf to all good. - চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।
49. To lock the stable door when the steed is stolen. - চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
50. After death comes the doctor. - চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।